তাঁর মুখের কথা পাছে ভুলে যাই

[শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজ স্মরণে]

সমর, মীরা, পলাশ (বন্ধু)

কেন এই প্রকাশ—

আমার ডায়েরী প'ড়ে শ্রীশ্রীমহারাজ যে আশীর্ব্বাদ জানিয়েছিলেন সে কথা প্রথমে স্মরণ করি।

ওঁ

সমর আমার আশির্বাদ গুরুভাইরা এবং বন্ধু সবাই কে আমার আশির্বাদ জানাইবেন

শ্রীমৎ স্বামি মাধবানন্দ গিরি মহারাজ।

লক্ষ্মৌ
মডেল হাউস
ডা: চাঁদসীর বাড়ী।
ইং ৭/১১/৭০

তাঁর মহাপ্রয়াণের পর ৩১।১।৭৪ তারিখে শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ যে বাণী, সেই ১০০৮ শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরিজীর সম্বন্ধে ভক্তজনকে শুনিয়ে ছিলেন—সে কথা দিয়ে অর্থাৎ এক সিদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে আর এক মহাপুরুষের উক্তি দিয়ে আমার আজকের লেখা শুরু করছি।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

বঙ্গ ও ভারত প্রসিদ্ধ এক সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমৌনী বাবার সাম্প্রতিক মহাপ্রয়াণে ধর্মজগতের ও সাধু সমাজের এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল। বর্ত্তমান শতাব্দীতে তিনি এক অন্যতম প্রকট বয়োঃ-জ্যেষ্ঠ ও প্রাচীন সিদ্ধ সাধক ছিলেন। তাঁহার সান্নিধ্যে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ, বিদ্বান, ধর্মপ্রাণ পিপাসুজন উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার জীবন সাধনার গভীর পাণ্ডিত্যের ধর্মপ্রাণতা ও লোক কল্যাণকৃৎ উদার মনোভাবের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ও অভ্রান্ত পথ নির্দেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। তিনি বাক্‌মৌনী থাকা সত্বেও তাঁহার অন্তরের মর্ম্মবাণী শুভেচ্ছা পিপাসুজনের অন্তরে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকিত। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, উপদেক্ষান্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শেন।" ভক্ত ও শ্রদ্ধাশীল আধ্যাত্ম পিপাসুজন সেই তত্ত্বদর্শীর সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার সেবানুগত্য লাভ করিয়া সেই তপিত মহামানবের নিকট হইতে অধ্যাত্মক জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের সমাধান পাইতেন। গুরোস্তু মৌনব্যাখ্যানং শিষ্যেস্তু ছিন্ন সংশয়াঃ। সেই মৌনীগুরুর অন্তরবাণী শিষ্যগণের অজ্ঞান তিমির দূর করিয়া দিত। জীবমুক্ত হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে এক্ষণে বিদেহমুক্ত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার প্রদর্শিত পথ, তাঁহার নির্দেশ উপদেশ ও জীবন চরিত্র ধর্মজগতের একটি অম্লান অভ্রান্ত আদর্শ রাখিয়া গেল। ইহাতেই মানবাতল শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ খুঁজিয়া পাইবেন, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা—

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

১৭ই মাঘ, ১৩৮০
৩১।১।৭৪

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী

১৯৭০ সালে ২৫শে জানুয়ারী থেকে ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত তিনি কলিকাতার কাছাকাছি থাকতেন এবং যেদিনই তাঁর কাছে যাবার সুযোগ পেতাম তাঁর কথাবাত্রাগুলি ডায়েরীর মত একটি খাতায় লিখে রাখি। সেই খাতাটি আমি শ্রীশ্রীমহারাজকে লক্ষ্ণৌতে পাঠাই এবং যা লিখেছি তা প'ড়ে কৃপা ক'রে কিছু লিখিত আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। আমার ছেলেকে জন্মাবধি স্নেহ করতেন—বন্ধু ব'লে ডাকতেন এবং আমার স্ত্রী প্রায় ৩০ বছর ধ'রে তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন। আমার বিয়ের পর আমি তাঁর প্রথম দর্শন পাই—কাছে বসার সুযোগ পাই—তাঁর কথা শোনার ও কথা রাখার সুযোগ পাই। অনেক অলৌকিক ঘটনার আস্বাদ পাই।

আমার শ্বশুরবাড়ির যে যেখানে আছেন প্রায় সকলেই শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করতেন—তাঁর সান্নিধ্য পাবার আকাঙ্ক্ষা বহু শ্রম স্বীকার ক'রে মেটাবার চেষ্টা করতেন। শ্রীশ্রীমহারাজের তিরোধানের পর আমার মনে হল আমার ১৯৭০ সালের লিপিবদ্ধ লেখাগুলি প্রকাশ করি।

শক্তিদাদু, বড়মা, ঝুপিমাসী, ভবদা, টালার দাদুকে (ডাঃ রবীন্দ্র নাথ মিত্র), জিজ্ঞাসা করি, টালার দাদুর পরামর্শে জামসেদ-পুরের মেসোমশাইকে (শ্রীভবতোষ আয়কত) জানাই—নিছক ব্যক্তিগত কথাগুলি সংসারের ঝঞ্ঝাটে যাতে ভুলে না যাই ছাপিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করছি। আজ যারা আমাদের সংসারে শিশু—যারা এখনও জন্মায় নি—তাঁরা শ্রীশ্রীমহারাজের কথা আত্মীয়স্বজনের মুখে শুনবে—যদি কেউ কখনও এই লেখা পড়ার যোগাযোগ পায়—তাদের পূর্বপুরুষদের সংগে শ্রীশ্রীমহারাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা জেনে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে—এই কথা মনে ক'রেই আজকের এই প্রচেষ্টা, আজকের এই প্রকাশ।

ডায়েরী

৫/১/৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা ১২টা

রোয়াকে সাদা চেয়ারটাতে ঠাকুর ব'সে আছেন। হাওড়া ষ্টেশনের গ্লোবনার্শারী থেকে কনা ফুলের মালা হাতে নিয়ে আমি কাছে এগোতেই বল্লেন—আরে, সমর না? আমি যে তোকে জেছি—তোকে বলেনি? প্রায় এক বছর পরে প্রথম দর্শন করছি, আমার মন গভীর আবেগে াপ্লুত। বল্লেন ভাল আছিস ত?

হ্যাঁ এই কথা ব'লে আমি বল্লাম মায়ের অসুখ, বাবলির বিয়ে, ২টো রেশনিং অফিসের ায়িত্ব সব নিয়ে এত ব্যস্ত, ইচ্ছে হ'লেও গত ১০ দিনে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। গতকাল ড়মার মেয়ে পূরবীর বিয়েতেও যেতে পারিনি।

তারপর ঠাকুর বল্লেন জানিস, কাল কোন্নগরে একজন ভক্ত আমাকে বল্লে বাবা, বড়মা ামাকে নিমন্ত্রণ করেননি অথচ আপনি তাঁর বাড়িতে আজকে বিয়েতে আমাকে যেতে বল্‌ছেন—ামি কি ক'রে যাই। ঠাকুর বলেছেন তাকে—বাবাকে অর্থাৎ গুরুকে যে নিমন্ত্রণ করেছে, সেই রু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন—তাঁর সব শিষ্যরাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যেতে পারে। পৃথক পৃথক বে মা যাকে সামনে পেয়েছেন তাকেই বলেছে। কি রে সমর, বড়ি চিনিস্—বড়িতে পৃথক ৃথক ভাবে নুন দেয় কি? না বড়ি দেবার আগে বাটা ডালে নুন দিয়ে নিতে হয়? গুরুকে অর্থাৎ বাকে যে নিমন্ত্রণ করেছে—তার ভক্তদের পৃথক নিমন্ত্রণের ইচ্ছা মনে আসে কি ক'রে?

দেখলাম লক্ষ্ণৌ থেকে বহু ভক্ত সকলেই U. P.র লোক ফুল প্যাণ্ট প'রে বাবু হ'য়ে চটের ার ব'সে আছেন। ঠাকুরের সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট গীতার ব্যাখ্যা শুনছেন।

আমার মন ভ'রে গেল। সেই সময়ে জাগতিক সব কিছুই ভুলে গেলাম।

প্রসঙ্গতঃ আমি বল্লাম মীরা বলছিল গতকাল বর আসার পর বড়মা নোতুন বরকে প্রথম কথা লছিলেন 'আমার বাবা, ওঁকে প্রথম প্রণাম কর'। বর শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করার পর আশীর্ব্বাদ রই আপনি চ'লে আসেন। ঠাকুর তা শুনে বলেন নোতুন মানুষকে অভ্যর্থনা করাই তো দরকার।

২৬/১/৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা ১১টা

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের দরজা বন্ধ। আজ আশ্রমের বাৎসরিকী প্রতিষ্ঠা উৎসব—সানাইএর সুরে—ভক্তদের সমাগমে আশ্রম মুখরিত। ক'লকাতা থেকে অনেক ভক্তদের মটরগাড়ি এসেছে। দ্বিজেন মুখার্জি (প্রখ্যাত গায়ক), হুগলী বি, টি, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, অজু প্রভৃতি ভক্তদের দেখলাম। অজু বল্লে পাশের দরজা খোলা আছে ঠাকুরকে দর্শন ক'রে এস। ঘরে ঢুকে প্রণাম করলুম। যথারিতী কুশল জিজ্ঞাসা ক'রলেন। ইতিমধ্যে U. P. Govt. এর Chief Engineer শ্রী টি, পি, ব্যানার্জি সপরিবারে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। ঠাকুর কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে করতে বল্লেন—'যা এবার সব চলে যা—আমি স্নান করতে যাব'—আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যেখানে হোম ও যজ্ঞ প্রভৃতি হবে সেখানে শক্তিদাদুকে দেখলাম। শক্তিদাদু বল্লেন—কুম্ভমেলা দেখ্‌ছি। প্রথমটা কথাটা আমি বুঝতে পারিনি, পরে ভাবলুম তার আগের দিন যে ক্যালেণ্ডারটা, শক্তিদাদুকে, ছোট মায়ের হাত দিয়ে দিয়েছিলুম, তার প্রথম পাতাটা ছিল কুম্ভমেলার।

১/২/৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা ৩-৩০ ঘটিকায়

শ্রীশ্রীঠাকুর বেদান্ত ব্যাখ্যায় সবে মাত্র বসেছেন—হলদে ও লাল গোলাপ গ্লোবনার্শরী থেকে কিনে এবং মিষ্টির বাক্স নিয়ে আমি ওঁকে প্রণাম করতেই বল্লেন—'আরে এযে নোতুন লোক! আশীর্ব্বাদ! বোস্।

৩ টে ৪০ মিনিট থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্য্যন্ত বেদান্ত ব্যাখ্যা ৫ টি শ্লোক নিয়ে শক্তিদা করলেন। ব্যাখ্যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে শক্তিদা কোন এক সময়ে বল্লেন—এই গুরুর কাছ থেকে তিনি শুনেছেন যিনি নিষ্ঠা সহকারে কায় মনোবাক্যে গুরুর আশ্রয় প্রার্থনা করেন তাঁর মনোবাঞ্ছা তু'বার গুরু পূরণ করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ আমরা ছোটখাট ত্রিশটি মনোবাঞ্ছা নিয়ে রোজই গুরুর কাছে আসছি এবং দাও দাও বলছি—সে কামনা নিষ্ফল থেকে যায়।

আজ রবিবার ছিল—প্রায় ৬০।৭০ জন বিশিষ্ট লোকের সমাবেশে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, উৎপলা সেন, প্রতিমা ব্যানার্জি এবং বুলাদির (ডাঃ বকুর স্ত্রী) ভক্তিমূলক গান অবসাদ দূর ক'রে দিয়েছিল। রাত ১০টায় আমি শ্যামবাজারে ফিরেছি।

৯।২।৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা ১১টা

বর্দ্ধমান থেকে ফেরার পথে দিদিমাকে হুগলীর বাড়ি থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে

১৯৭০ সালে ২৫শে জানুয়ারী থেকে ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত তিনি কলিকাতার কাছাকাছি থাকতেন এবং যেদিনই তাঁর কাছে যাবার সুযোগ পেতাম তাঁর কথাবাত্রাগুলি ডায়েরীর মত একটি খাতায় লিখে রাখি। সেই খাতাটি আমি শ্রীশ্রীমহারাজকে লক্ষ্ণৌতে পাঠাই এবং যা লিখেছি তা প'ড়ে কৃপা ক'রে কিছু লিখিত আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। আমার ছেলেকে জন্মাবধি স্নেহ করতেন—বন্ধু ব'লে ডাকতেন এবং আমার স্ত্রী প্রায় ৩০ বছর ধ'রে তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন। আমার বিয়ের পর আমি তাঁর প্রথম দর্শন পাই—কাছে বসার সুযোগ পাই—তাঁর কথা শোনার ও কথা রাখার সুযোগ পাই। অনেক অলৌকিক ঘটনার আস্বাদ পাই।

আমার শ্বশুরবাড়ির যে যেখানে আছেন প্রায় সকলেই শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করতেন—তাঁর সান্নিধ্য পাবার আকাঙ্ক্ষা বহু শ্রম স্বীকার ক'রে মেটাবার চেষ্টা করতেন। শ্রীশ্রীমহারাজের তিরোধানের পর আমার মনে হল আমার ১৯৭০ সালের লিপিবদ্ধ লেখাগুলি প্রকাশ করি।

শক্তিদাদু, বড়মা, ঝুপিমাসী, ভবদা, টালার দাদুকে (ডাঃ রবীন্দ্র নাথ মিত্র), জিজ্ঞাসা করি, টালার দাদুর পরামর্শে জামসেদপুরের মেসোমশাইকে (শ্রীভবতোষ আয়কত) জানাই—নিছক ব্যক্তিগত কথাগুলি সংসারের ঝঞ্ঝাটে যাতে ভুলে না যাই ছাপিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করছি। আজ যারা আমাদের সংসারে শিশু—যারা এখনও জন্মায় নি—তাঁরা শ্রীশ্রীমহারাজের কথা আত্মীয়স্বজনের মুখে শুনবে—যদি কেউ কখনও এই লেখা পড়ার যোগাযোগ পায়—তাদের পূর্বপুরুষদের সংগে শ্রীশ্রীমহারাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা জেনে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে—এই কথা মনে ক'রেই আজকের এই প্রচেষ্টা, আজকের এই প্রকাশ।

ডায়েরী

২৫/১/৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা ১২টা

রোয়াকে সাদা চেয়ারটাতে ঠাকুর ব'সে আছেন। হাওড়া ষ্টেশনের গ্লোবনার্শারী থেকে কেনা ফুলের মালা হাতে নিয়ে আমি কাছে এগোতেই বল্লেন—আরে, সমর না? আমি যে তোকে খুঁজেছি—তোকে বলেনি? প্রায় এক বছর পরে প্রথম দর্শন করছি, আমার মন গভীর আবেগে আপ্লুত। বল্লেন ভাল আছিস ত?

হ্যাঁ এই কথা ব'লে আমি বল্লাম মায়ের অসুখ, বাবলির বিয়ে, ২টো রেশনিং অফিসের দায়িত্ব সব নিয়ে এত ব্যস্ত, ইচ্ছে হ'লেও গত ১০ দিনে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। গতকাল বড়মার মেয়ে পূরবীর বিয়েতেও যেতে পারিনি।

তারপর ঠাকুর বল্লেন জানিস, কাল কোন্নগরে একজন ভক্ত আমাকে বল্লে বাবা, বড়মা আমাকে নিমন্ত্রণ করেননি অথচ আপনি তাঁর বাড়িতে আজকে বিয়েতে আমাকে যেতে বল্ছেন—আমি কি ক'রে যাই। ঠাকুর বলেছেন তাকে—বাবাকে অর্থাৎ গুরুকে যে নিমন্ত্রণ করেছে, সেই গুরু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন—তাঁর সব শিষ্যরাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যেতে পারে। পৃথক পৃথক ভাবে মা যাকে সামনে পেয়েছেন তাকেই বলেছে। কি রে সমর, বড়ি চিনিস্—বড়িতে পৃথক পৃথক ভাবে নুন দেয় কি? না বড়ি দেবার আগে বাটা ডালে নুন দিয়ে নিতে হয়? গুরুকে অর্থাৎ বাবাকে যে নিমন্ত্রণ করেছে—তার ভক্তদের পৃথক নিমন্ত্রণের ইচ্ছা মনে আসে কি ক'রে?

দেখলাম লক্ষ্ণৌ থেকে বহু ভক্ত সকলেই U. P.র লোক ফুল প্যান্ট প'রে বাবু হ'য়ে চটের উপর ব'সে আছেন। ঠাকুরের সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট গীতার ব্যাখ্যা শুনছেন।

আমার মন ভ'রে গেল। সেই সময়ে জাগতিক সব কিছুই ভুলে গেলাম।

প্রসঙ্গতঃ আমি বল্লাম মীরা বলছিল গতকাল বর আসার পর বড়মা নোতুন বরকে প্রথম কথা ব'লেছিলেন 'আমার বাবা, ওঁকে প্রথম প্রণাম কর'। বর শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করার পর আশীর্ব্বাদ ক'রেই আপনি চ'লে আসেন। ঠাকুর তা শুনে বলেন নোতুন মানুষকে অভ্যর্থনা করাই তো দরকার।

২৬/১/৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা ১১টা

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের দরজা বন্ধ। আজ আশ্রমের বাৎসরিকী প্রতিষ্ঠা উৎসব—সানাইএর সুরে—ভক্তদের সমাগমে আশ্রম মুখরিত। ক'লকাতা থেকে অনেক ভক্তদের মটরগাড়ি এসেছে। দ্বিজেন মুখার্জি (প্রখ্যাত গায়ক), হুগলী বি, টি, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, অজু প্রভৃতি ভক্তদের দেখলাম। অজু বল্লে পাশের দরজা খোলা আছে ঠাকুরকে দর্শন ক'রে এস। ঘরে ঢুকে প্রণাম করলুম। যথারিতী কুশল জিজ্ঞাসা ক'রলেন। ইতিমধ্যে U. P. Govt. এর Chief Engineer শ্রী টি, পি, ব্যানার্জি সপরিবারে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। ঠাকুর কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে করতে বল্লেন—'যা এবার সব চলে যা—আমি স্নান করতে যাব'—আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যেখানে হোম ও যজ্ঞ প্রভৃতি হবে সেখানে শক্তিদাছুকে দেখলাম। শক্তিদাছু বল্লেন—কুম্ভমেলা দেখ্‌ছি। প্রথমটা কথাটা আমি বুঝতে পারিনি, পরে ভাবলুম তার আগের দিন যে ক্যালেণ্ডারটা, শক্তিদাছুকে, ছোট মায়ের হাত দিয়ে দিয়েছিলুম, তার প্রথম পাতাটা ছিল কুম্ভমেলার।

১/২/৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা ৩-৩০ ঘটিকায়

শ্রীশ্রীঠাকুর বেদান্ত ব্যাখ্যায় সবে মাত্র বসেছেন—হলদে ও লাল গোলাপ গ্লোবনার্শরী থেকে কিনে এবং মিষ্টির বাক্স নিয়ে আমি ওঁকে প্রণাম করতেই বল্লেন—'আরে এযে নোতুন লোক! আশীর্ব্বাদ! বোস্।

৩ টে ৪০ মিনিট থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্য্যন্ত বেদান্ত ব্যাখ্যা ৫ টি শ্লোক নিয়ে শক্তিদা করলেন। ব্যাখ্যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে শক্তিদা কোন এক সময়ে বল্লেন—এই গুরুর কাছ থেকে তিনি শুনেছেন যিনি নিষ্ঠা সহকারে কায় মনোবাক্যে গুরুর আশ্রয় প্রার্থনা করেন তাঁর মনোবাঞ্ছা তু'বার গুরু পূরণ করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ আমরা ছোটখাট ত্রিশটি মনোবাঞ্ছা নিয়ে রোজই গুরুর কাছে আসছি এবং দাও দাও বলছি—সে কামনা নিস্ফল থেকে যায়।

আজ রবিবার ছিল—প্রায় ৬০।৭০ জন বিশিষ্ট লোকের সমাবেশে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, উৎপলা সেন, প্রতিমা ব্যানার্জি এবং বুলাদির (ডাঃ বকুর স্ত্রী) ভক্তিমূলক গান অবসাদ দূর ক'রে দিয়েছিল। রাত ১০টায় আমি শ্যামবাজারে ফিরেছি।

৯।২।৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা ১১টা

বর্দ্ধমান থেকে ফেরার পথে দিদিমাকে হুগলীর বাড়ি থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গেলুম। শক্তিদাছ বসেছিলেন আরও ৪।৫ জন ভক্ত। ঢুকতেই বললেন—"আরে, এ কে রে"। প্রণাম করতেই আশীর্ব্বাদ করলেন। বললুম—"নোতুন মেয়ে জামাইকে যত্ন করতে মীরা বর্দ্ধমানে গেছে—আগামীকাল আপনার কাছে এসে ৩ দিন থাকবে, ঠাকুর বললেন—৫ দিন থাকবে ৩ দিন কেন? আমি তখন কথা প্রসঙ্গে বললুম—গত ১লা ফেব্রুয়ারী আপনার অনুমতি না নিয়ে গিয়ে মহা বিপদ হয়েছিল। তারকেশ্বরের দিকে রাতের ও শীতের অন্ধকারে আড়াই মাইল চুঁচুড়া ষ্টেশন থেকে চ'লে গিয়ে ছিলুম জানলা বন্ধ করা ১৮ নম্বর বাসে পিপুলপাতির মোড় থেকে। ঠাকুর বললেন—হাসতে হাসতে—'চক্রাকারে ঘুরতে হয় গুরুদেবের অনুমতি না নিয়ে গেলে।' তার পর নিজে হাতে আমার নিয়ে-যাওয়া-মিষ্টি সকলকে ভাগ ক'রে দিয়ে বললেন যা এবার অফিসে চলে যা। আমি প্রণাম ক'রে খুব তৃপ্ত হ'য়ে কোন্নগর অফিসে এলুম। ঠাকুরকে আজ অপেক্ষাকৃত নির্জনে বেশ দর্শন করা বা কথা বলা গেল—মনটা খুব খুশী ছিল।

১২।২।৭০ হুগলী আশ্রম, সন্ধ্যা ৭টা বাজে

সকালে মায়ের ওষুধের জন্য ভবানীপুরে যেতে হয়েছিল, পরে কোন্নগর অফিস থেকে খুব ক্লান্ত হয়ে মীরা ও পলাশকে শ্যামবাজারে আনার জন্য গিয়েছিলাম। মাকে রক্ত পরীক্ষার জন্য কাল ক'লকাতায় একবার আনার দরকার এ কথাও জানালাম। মাসীকে বললেন—'সমরকে কিছু খেয়াইয়ে দে'। ঠাকুর তখন বিশ্রাম করতে যাচ্ছিলেন—মশারী টাঙানো খালি গায়ে ব'সে ধূমপান করছেন। ঘর থেকে সকলকে বেরিয়ে যেতে বলছেন—সেই মুহূর্তে তাঁকে বিরক্ত না ক'রে আমি প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম। ঠাকুরের ঘর বন্ধ হ'য়ে গেল।

২০।২।৭০ হুগলী আশ্রম, সন্ধ্যা ৫টা

অফিস থেকে গিয়ে দেখি ঘরে সামনে সাদা সিংহাসন চেয়ারে ব'সে আছেন। শক্তিদা ব্যাখ্যা করছেন। মোহরদাও রয়েছেন। দূর থেকে প্রণাম ক'রে চটের ওপর অন্যান্যদের সংগে বসলুম। পাঁচু জানাল কাল শ্রীশ্রীঠাকুর ২৫ জনকে নিয়ে পুরী যাচ্ছেন ১০ দিনের জন্য—যদি শরীর ভাল হয় সেই কারণে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা আন্দাজ ব্যাখ্যা শেষে প্রণাম করতেই বললেন—"হাওড়া ষ্টেশনে কাল যাবি—মালা সংগে নিবি—মীরা আসবে"। মালা নেওয়ার কথা ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও বলেন নি। ঘরে বসে থাকা সকলের সংগে কাল যাবার কথাবার্ত্তা চলছিল। শক্তিদাছও আমাকে তাঁর জলখাবার দেবার কথা বললেন। ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে ফিরে এলাম। সারাদিনের ক্লান্ত ভাব অনেকটা কম মনে হল।

২১।২।৭০ হাওড়া ষ্টেশন, সন্ধ্যা ৮টা

কৃষ্ণা, হীরেন, মীরা, পলাশ, রবিন (কৃষ্ণার দেওর) এবং আমি পৌঁছে পুরী এক্সপ্রেসের রিজার্ভ কম্পার্টমেন্ট দেখে রাখলুম—বাইরে কার্ড ঝুলছে টাইপ করা—Sri Sri Madhabananda Giri Maharaj—ফার্ষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেন্ট। বড়মা ও ঠাকুরের একটা 'কুপে'। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মটর থেকে নেমে খড়মের খটাখট আওয়াজে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন সকলে দেখে প্রণাম ক'রে পথ ক'রে দিচ্ছিল—আমরা কয়েকজন গোল ক'রে ঘিরে ঘিরে ঠাকুরকে নিয়ে কম্পার্টমেণ্টে তুলে দিলুম যাতে প্ল্যাটফর্মের অন্য লোক ঠাকুরকে কোন রকম আঘাত না করে। দিদিমা, মাসী (বর্দ্ধমান), মাসী (হুগলী) ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ ইঞ্জিনের পেছনে একটা গাড়িতে চাপলেন। ট্রেন ছাড়ার আগে আমি দৌড়ে এসে ঠাকুরকে বল্লুম সকলেই খুব ভাল বসার জায়গা পেয়েছে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ধর্মরাজ, ঝুপি সবাই বসেছে ত? আমি হ্যাঁ বলাতে কি খুসী। মালা হাতে আমি প্রণাম করতেই মালাটা আমাকে পরিয়ে দিলেন। বহুলোক ঠাকুরকে প্রণাম করলেন—আমাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভীড় কমাতে হল। ৮টা ৫০ মিনিটে ট্রেন ছেড়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর 'কুপে' থেকে বেরিয়ে 'করিডরে' এসে জানলা দিয়ে হাত নেড়ে সকলকে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যে ত্রুটিশূন্য মহাপুরুষ আরও একটি নিদর্শন পেলুম। আমরা কষ্ট ক'রে গিয়েছি—'করিডরে' চলন্ত ট্রেনে আসতে আসতে এসে হাত নাড়লেন—কৃতজ্ঞতা জানালেন।

৬।৩।৭০ হুগলী আশ্রম, সকাল ১২টা

আজ শিবরাত্রি, আশ্রম ফ্লুরোসেণ্ট আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে, সানবাঁধানো চাতালে তখন সবেমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসলেন। কি সুন্দর তাঁকে দেখাচ্ছিল। প্রণাম করতে যাচ্ছি ওঁর পায়ের কাছ থেকে অন্যান্য ভক্তদের সরিয়ে দিয়ে বললেন—'তুই এসে গেছিস' 'বোস'। তারপর গীতার একেকটা শ্লোক নিয়ে উপস্থিত মুষ্টিমেয় ভক্তদের একেকটা কথা বলতে লাগলেন। একবার বললেন—গুরু ইচ্ছা করলে অন্ততঃ একবার আয়ু বাড়িয়ে দিতে পারে—মরণাপন্ন ভক্ত আশীর্বাদ পেলে হয়ত বেঁচেও যায়। একবার বললেন—সবাইকে মরতেই ঈশ্বরের জয়গান করতে করতেই মৃত্যু শ্রেয়ঃ। সারা জীবন তো সংসার করলি। কিছু সুখ পেলি!

গতকাল পুরী থেকে ফিরছেন। সঙ্গে এক হিপি কে পুরী থেকে এনেছেন। গেরুয়া পরে সেই হিপি ব'সে আছে—বাংলা বুঝতে পারছেনা ঠাকুরের কথাগুলো ইংরাজীতে আমি বুঝিয়ে দিতে লাগলাম।

হিপি বললো—হল্যাণ্ডের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক—মাস পাঁচেক হল ভারত তীর্থ ভ্রমণের জন্য এদেশে গুরুর খোঁজ করছে। হৃষিকেশএ গেছে, বেনারস গেছে, পুরীতে হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে ওর ভাল লেগেছে তাই হুগলীতে আশ্রমে এসে আছে। মনে হচ্ছে ও যেন গুরুর সন্ধান পেয়েছে। হল্যাণ্ডে ওর মাবাবা ভাইবোনকে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পেয়েছে সে কথা লিখেছে। যোগানন্দ পরমহংস দেবের বইতে ও যা পড়েছে ঠাকুর সেই সব কথা বলেন এবং ঠাকুর যে আধ্যাত্মিক জগতের গুরু তা যেন হিপির মনে হচ্ছে। ঘণ্টা ২ আশ্রমে থেকে আমি হুগলীর বাড়িতে গেলাম এবং ভবদার মুখে পরে শুনলাম শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছেন, এখন ঘর বন্ধ ক'রে শুয়ে আছেন। আমি সন্ধ্যায় শ্যামবাজারে ফিরে এসেছিলাম।

৮।৩।৭০ হুগলী আশ্রম, সন্ধ্যা ৫টা

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ রবিবার ব'লে ছুটির দিন উপলক্ষ্যে অনেকে সমবেত হবেন বেদান্ত-ব্যাখ্যা-সভায় এই আশা করেন। কিন্তু অনুমান হয় পরশু শিবরাত্রিতে সারারাত ব্যাখ্যায় যোগ দেওয়ায় অধিকাংশ ভক্ত ক্লান্তি বোধ করায় আজ সভায় আসেন নি। শুনলাম শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কারণে কিছুটা বিরক্ত বোধ করেছেন।

সভা তখন সুরু হয়েছে যখন আমি পৌঁছলাম। হাত নেরে আমাকে ইশারা করলেন বসতে বললেন, শক্তিদাত্থ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে 'আচরণ' সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন। বেশভূষা, আচার ব্যবহার গুরুর শিক্ষা প্রকাশ করে। সুতরাং সভ্যতা ভদ্রতা, নম্রতা এসব গুণ সর্বপ্রথম অর্জন করতে হবে।

ব্যাখ্যা তখনও চলছে তখন আমি লীলামা, পলাশ ও মীরাকে নিয়ে ক'লকাতায় ফিরে এলাম। যখন শ্যামবাজারে পৌঁছালাম রাত সাড়ে দশটা।

১০।৩।৭০ হুগলী আশ্রম, সকাল ১১টা

শ্রীশ্রীঠাকুর চান প্রথমে সকল ভক্ত শিবমন্দিরে প্রণাম ক'রে আসুক তারপর তাঁকে প্রণাম করুক। আজ চ্যালাবাবা ও শক্তিদাত্থর ইঙ্গিতে প্রথমে শিবমন্দিরে যখন পূজা করতে যাই—উপস্থিত কাছে-ব'সে-থাকা, ভক্তদের বললেন—'দেখছিস্ সমর জানে!

তারপর প্রণাম ক'রে জানালুম লীলীমায়ের রক্তপরীক্ষা করিয়ে ক'লকাতা থেকে এইমাত্র তাঁকে নিয়ে এলুম। আমি এখনই কোন্নগর অফিসে ফিরে যাব। পরশু মামার নীলপুকুরের

কাজে বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রের সংগে দেখা করতে যাব—আপনি আশীর্ব্বাদ করবেন। কাজটা যেন ক'রে আসতে পারি। বললেন—শোন্ তোকে একটা কথা বলি—কাছারিতে ব'সে থাকলে ম্যাজিষ্ট্রেটের সংগে বেশী কথা বলবি না—বাড়িতে দেখা ক'রে সব কথা বলবি—যাঃ আশীর্ব্বাদ। লীলামায়র অসুখ সম্বন্ধে বললেন—'যমও ওকে ছুঁতে পারবে না। বুড়ি ভাল হ'য়ে যাবে'।

আশ্রমের একটা ঘরে হিপি সাহেবকে গেরুয়া পরার চেষ্টায় রত দেখে মনে হল—সুদূর ইংল্যাণ্ড শহরের একটি সাহেব হুগলীতে এই আশ্রমে এসে কিসের জন্য গেরুয়া পরা practice করছে একা একা? কিসের অন্বেষণে সে পরিব্রাজক হ'য়ে ঘুরছে দেশ-দেশান্তরে। আমাকে বললো—৫।৭ দিনের মধ্যে মাদ্রাজে সে যাবে।

১৮।৩।৭০ হুগলী আশ্রম, সকাল সাড়ে এগারটা

লীলা মায়ের ওষুধ হুগলীতে দিয়ে আসতে গিয়েছিলুম। যাবার পথে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে গেলাম। ইনজেক্‌সানগুলি খুলে হাতে নিয়ে দেখে বললেন—Endoxan injection ভাল ওষুধ—আধ ঘণ্টা ধুনির পাশে চাতালের ওপর ব'সে বেদান্তের ২।১টি কথা শুনলাম। এ জীবন ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে—সঞ্চিত অর্থ সৎ কাজে ব্যয় করাই জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করাই শ্রেয়।

স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে আশীর্ব্বাদ করলেন। আমি হুগলীর বাড়িতে খাওয়া দাওয়া সেরে কোন্‌নগর অফিসে গেলাম।

২৬।৩।৭০ কোন্‌নগর আশ্রম, সন্ধ্যা ৫-১৫ মিঃ

কয়েক ঘণ্টার জন্য হুগলী থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর কোন্‌নগরে এসেছেন। সন্ধ্যায় অফিস থেকে ঐ দিন কোন্‌নগর রেশনিং অফিসের চার্জ দিয়ে বেদান্ত ব্যাখ্যায় ব'সেছিলাম। গঙ্গার তীরে এই আশ্রমে প্রথম সভায় এই আমার উপস্থিতি। গঙ্গা, গীতা ও গুরুর সান্নিধ্যে মন কিছুটা সংসার মুক্ত শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম শ্লোক লিখেছিলেন—অনুষ্ঠিতানি সর্বানি কর্মাবোধয়ঃ ক্রিয়াসরৎ। ব্যাখ্যাতে শক্তিদাত্ব বললেন—প্রাণ দিয়ে, ভালবেসে ঠাকুরের উপাসনা কর—তোমার বোধ আসবে। বোধ মানে বেদান্তে চরম বোধ—বোধ মানে—'আমিই তো সেই আনন্দ স্বরূপ।' উপাসনা করার জন্য অনুষ্ঠান অবশ্যই করতে হবে। জীবাত্মা পরমাত্মা একই বস্তু—এই one ness অনুভব করতে হলে —শরীর মন স্থির রেখে ঈশ্বরকে, গুরুকে স্মরণ কর।

প্রণাম ক'রে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত পৌনে ৯টা।

২৯।৩।৭০ কোন্নগর আশ্রম, রবিবার বেলা সাড়ে পাঁচটা

কলকাতা থেকে ভক্তদের ৮।১০ খানা গাড়ি আশ্রমে রয়েছে—প্রায় ২শো লোক জমায়েৎ হয়েছে এই ধরণের 'মাঠে বেদান্ত ব্যাখ্যা এই প্রথম—শক্তিদাচ্ বললেন। কেউ কেউ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছে, কেউ কেউ ভক্ত সঙ্গীত শিল্পীদের দেখতে এসেছে, কেউ কেউ বিশেষ করে হিন্দুস্থানীরা ঐ আশ্রমে একটি ভক্তিমূলক গান বাজনার মানসে ঢোল খরতাল নিয়ে এসেছে—প্রণব ডাক্তারদা ওদের অনুমতি দিয়ে ছিলেন তোমাদের যখন ইচ্ছা একদিন এই আশ্রমে গান গেয়ে যেও। ওরা আজ ২০ তারিখই ঠিক করেছে, আবার শ্রীশ্রীঠাকুরও আজ কোন্নগরে হুগলী থেকে এসেছেন—রাত দশটায় ফিরে যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বেদান্তের যে শ্লোক লিখে ছিলেন তার ব্যাখ্যা ছিল—বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ চাই, সর্বত্যাগং অন্তরেৎ, টাকা চাইলে ভক্তি হয় না, মোক্ষার্থি না হ'লে বেদান্ত দরবারে বসবার উপযুক্ততা কোথায়। নিজস্ব ভঙ্গীমায় হঠাৎ ব'লে উঠলেন—গৃহীলোক আর কি হ'তে পারে, বানপ্রস্থে যেতে পারে না, ব্রহ্মচারীও হ'তে পারে না—তারা সাধু সঙ্গ করতে পারে তাতেই তাদের পরপারের কাজ হয়।

মীরা, পলাশ ও আমি বর্দ্ধমানের অ্যাডিসনাল জজের সংগে উৎপলা সেন ও সতীনাথ মুখার্জির গাড়িতে শ্যামবাজারে যখন নামলাম তখন রাত পৌনে এগারোটা।

৩১।৩।৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা সাড়ে এগারটা

এই দিন শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে দেখা করতে ব'লেছিলেন।

২।৩ দিনের মধ্যে হাজারীবাগে ভক্ত অজুর বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর যাবেন এবং দরিদ্র নারায়ণ সেবার উদ্দেশ্যে কিছু অর্থের প্রয়োজনের কথা আমাকে জানালে আমি তৎক্ষনাৎ একশত টাকা দেই এবং শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন একশ টাকা দিতে নেই আরও 'এক টাকা যুক্ত ক'রে দে। পলাশের নাম ও গোত্র একটা কাগজে লিখে দিতে বলেন। অনেক আশীর্ব্বাদ করলেন। আমি বললাম বাবা, আপনাকে অনেক দিতে ইচ্ছে করে কিন্তু পারি না। উত্তরে বলেন 'অনেক দিয়ে থাকিস আর কি হবে!' সেই ঘরে তখন আমি একলাই ছিলাম।

প্রসাদ নিয়ে প্রণাম ক'রে আমি উত্তর পাড়া অফিসে চ'লে আসি।

১২।৪।৭০ বর্দ্ধমানের বাড়ি, সন্ধ্যা ৮টা

হাজারীবাগ থেকে ফেরার পথে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৮ জন ভক্তকে নিয়ে বর্দ্ধমানের বাড়িতে মা-মাসীদের আন্তরিক অনুরোধে নেমেছেন। শক্তিদাদুর চিঠি পেয়ে মীরা পলাশকে নিয়ে আমিও পৌঁছেছি।

প্রণাম করলুম। আশীর্ব্বাদ করলেন। বিশ্রামের জন্য ঘর বন্ধ হল।

১৩।৪।৭০ বর্দ্ধমানের বাড়ি

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে সারাদিন উৎসব। কি আনন্দ তা ভাষায় বোঝানো যায় না। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করছি—তাঁর মুখ থেকে ২।১ টা শাস্ত্রীয় বাক্য শুনছি—কি তাঁর স্নেহ মমতায় ভরা আশীর্ব্বাদ! আমার শ্যালক শোভনের বিবাহের ব্যবস্থার জন্য আমাকে মধ্যবিত্ত সংসারের পাত্রী সন্ধানের জন্য আদেশ দিলেন। ঐ দিন কলিকাতা থেকে শিল্পী ভক্তবৃন্দ গিয়েছিলেন—প্রতিমা মুখার্জী, সতীনাথ মুখার্জী, উৎপলা সেন প্রভৃতি গিয়েছিলেন।

বেদান্ত ব্যাখ্যার খানিকটা টেপ রেকর্ডে তোলা হয়েছিল।

১৪।৪।৭০ বর্দ্ধমানের বাড়ি, সকাল সাড়ে সাতটা

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ হুগলী আশ্রমে ফিরে যাচ্ছেন কিছুক্ষণের মধ্যে। গত ২ দিন খুব আনন্দে কাটানোর পর আজ মনটা সকলেরই বিষাদময়। শ্রীশ্রীঠাকুরকে একবার বলতে শুনলুম—"আমি মাঝে মাঝে পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ি—সেই সময়ে আমি ২।১ দিনের জন্য বর্দ্ধমানে বিশ্রাম করি—আনন্দেই থাকি—আবার আসব"।

ট্যাক্সি ক'রে বড়মা, সুভাষদা, শক্তিদাদু সমেত শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বাড়ি থেকে বের হ'লেন তখন বেলা ৯টা বাজে।

১৬।৪।৭০ হুগলী আশ্রম, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা।

পলাশ, মীরা ও লীলামাকে ক'লকাতায় আনতে গেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খারাপ থাকায় আজ বেদান্ত-ব্যাখ্যা হয় নি। তবুও বার বার অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ। পলাশকে কত আদর

যত্ন করেন তা ভাবলে মন তৃপ্ত হয়। প্রণামপর্ব সেরে আমরা রাত ৮টার ট্রেন ধরলাম। লীলামাকে মানিকতলায় পৌঁছেদিলাম।

২০।৪।৭০ কোন্নগর আশ্রম, সন্ধ্যা ৬টা

আজ সোমবার ব্যাখ্যা হয়নি। তবে উপস্থিত ভক্তদের নিয়ে কোন্নগরে নোতুন আশ্রমে ঘর তোলা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। অর্থের প্রয়োজনের কথা জনায় জনায় জানালেন এবং বুধবারে ভিত খোঁড়ার কথা তুষ্টুবাবুকে নির্দেশ দিলেন। নিঃস্ব সন্ন্যাসীর আদেশ শিরোধার্য্য না ক'রে থাকা যায়!

আমি যখন বাসে শ্যামবাজারে ফিরলাম তখন প্রায় রাত ৯টা। শিল্পীভক্ত সতীনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর মনের বহু কথা আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন!

৩।৫।৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা সাড়ে দশটা

বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রীঠাকুর শেষ যেবার গিয়েছিলেন হীরেনকে নিয়ে হুগলীতে আমি যেন একবার যাই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজ আমি ও হীরেন মালা, ফল মিষ্টি প্রভৃতি নিয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা ঠাকুরের কাছে ছিলাম। আজ কেউ বিশেষ সেই সময়ে আশ্রমে ছিলেন না। আরও অনেক গল্প আমাদের সংগে হোল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনা সামনি যখন ব'সে থাকি শরীর ও মনে একটা পৃথক শক্তি অনুভব সর্বদা ক'রে থাকি। আজও কি সুন্দর লাগছিল।

দুপুরে আমরা বাড়িতে বিশ্রাম ক'রে বিকেল ৫টায় ঘণ্টা দেড়েক বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনে আমরা দুজন বালি ষ্টেশনে নেমে বাসে ফিরেছিলাম।

২০।৫।৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা সাড়ে দশটা

আগামী কাল বুদ্ধ পূর্ণিমা, মীরার দীক্ষার দিন। পলাশ ও মীরাকে নিয়ে আশ্রমে পৌঁছতেই, শ্রীশ্রীঠাকুরের সে কি আনন্দ। বললেন—'মীরা না রে?' পলাশকে দেখে বললেন—কেমন আছিস, তোর পলাশ এর বদলে কৈলাশ নাম হবে—বাড়িতে সবাই ডাকবে, স্কুলে পলাশ থাকবে—মীরার কাছে পাঁচ সিকে পয়সা চাইলেন—মিষ্টি এল, শক্তিদাকে মন্ত্র উচ্চারণ করতে বললেন। আমার কাছ থেকে ১৲ টাকা দক্ষিণা চাইলেন—শক্তিদার হাতে ঐ টাকাটা পলাশের হাত দিয়ে দেওয়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। অল্প সময়ের মধ্যে—বোধহয় ২০ মিনিটের মধ্যে নাম করণ উৎসব হল—সে কি অপূর্ব পবিত্র আনন্দ। প্রত্যেকে

লক্ষ্ণৌতে ভূপেনদার বাড়িতে বীরুদার তোলা ছবি।

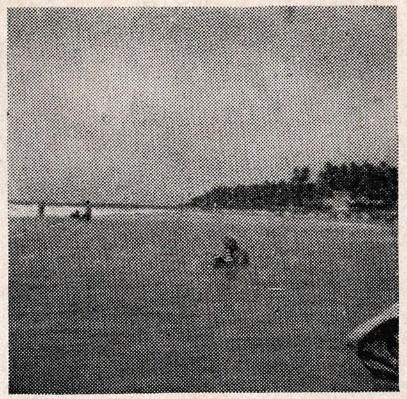

বম্বেতে জুহু বীচের আরব সাগরে ডুব দিচ্ছেন বেদান্ত জ্ঞানের সাগর শ্রীশ্রীঠাকুর। সে সময়ে তিনি গায়ক জগন্ময় মিত্রের বাড়িতে ছিলেন।

বদ্রীনারায়ণের বাস ষ্ট্যাণ্ডে—পাশে কমণ্ডলু হাতে শক্তিদাহ্—পিছনে বিরাট হিমালয় পাহাড়ের সম্মুখে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত বেদান্তের বিরাট পাহাড়।

"তোর লাভ কি হবে, যতই পড় না বেদ ভাগবৎ পুঁথি বিনা অনুভূতি"—হুগলীর আশ্রমে লাল হল ঘরে গভীর রাত্রে মণীদার গান শুনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিব্যক্তি। নৃত্য করতে করতে পাছে, খড়ম থেকে পা মাটিতে প'ড়ে যায়, মিতেদাদু বাবাকে ধ'রে রাখার চেষ্টা করছেন পিছন থেকে।

হুগলীর আশ্রমের হোমকুণ্ড, তখন বাঁধানো হয়নি। পিছন দিক থেকে ডাঃ ৺শচীন সেনগুপ্ত ও বড়মাকে দেখা যাচ্ছে।

হুগলীর আশ্রমের মনোরম পরিবেশ।

কোন্নগর শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি আশ্রমের সাহায্যার্থে মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ। ছবিতে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী এবং উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে।

সবার প্রিয় মহিমামণ্ডিত গুরু মহারাজের কোন্নগর আশ্রমে সমাধিক্ষেত্রে 'শেষ ছবি'।

লক্ষ্ণৌতে দেহত্যাগ করার পর অজু, সুভাষদা এবং আরও অনেকে সোজা তাঁকে লক্ষ্ণৌ থেকে কোন্নগরে নিজেরা মোটরযোগে ভক্তজনের শেষ দর্শনের জন্য নিয়ে আসেন।

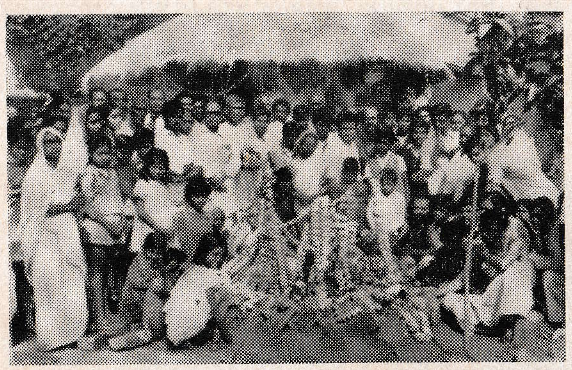

কোন্নগর আশ্রমে সমাধিক্ষেত্রে ভক্তজনের কিছু অংশ।

ছবিগুলি সমেত এই ঘরোয়া পুস্তিকা ভক্ত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৫ (ক্রিষ্টমাস ডে) তারিখে ১৭৫/এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত হল। প্রকাশের সকল ত্রুটি অনুগ্রহপূর্বক মার্জনা করবেন।

একটা ক'রে মিষ্টি পেল। চাতালে চেয়ারে ঠাকুর ব'সে, পলাশ বাঁ দিকে পায়ের কাছে ব'সে, মীরা ডান দিকে ব'সে—৩।৪ জন ভক্ত ব'সে। সে কি সুন্দর পরিবেশ।

তারপর মোটরে মিতেদাদু, জনৈক ভক্ত, পলাশ, আমি ও শ্রীশ্রীঠাকুর ৫।৭ মাইল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে বেড়িয়ে এলুম। পথে যেতে যেতে প্রাণ খুলে আমি কত গল্প করলুম—ঠাকুর হাসছিলেন। এই 'নামকরণ' উৎসবের জন্য যদি উজ্জয়িনীতে আপনার কাছে যাবার প্রয়োজন হোত—বা লীলামার অসুখের খবর দিতে আমাদের লক্ষ্ণৌ যেতে হোত আমরা ৩০০্ টাকা খরচ ক'রে যেতুম—আমাদের কষ্ট লাগতো না—ট্রেন ভাড়া দিতে কুণ্ঠা হোত না—ঠিক সেই কাজই হুগলীতে মুহূর্তের মধ্যে আপনার করুণার জন্য ঘটছে—আমরা কাছে পেয়েও আপনার সান্নিধ্য লাভে নিজেদের কর্মফলে বঞ্চিত হ'য়ে থাকি। এই ধরণের অনেক কথা ঘণ্টাখানেক বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংগে হোল। পেট্রোল কিনতে ড্রাইভারকে বললেন—আমাকে বললেন ঐ থালার ঝুলিতে টাকা আছে দিয়ে দে! সেখান থেকে নিতে আমার লজ্জা করল—পলাশও আমার কানে কানে ব'লে উঠ্‌ল—বাবা! টাকাটা তুমিই দাও। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোর অফিস যেতে হবে হাত খরচ লাগবে—আমি বললাম যা থাকবে আমার কুলিয়ে যাবে—আমি ১২.১০ দিয়ে দিলাম। ফিরে এসে বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে অফিসে এলাম। মীরা ততক্ষণে আশ্রমের শিবমন্দিরে সত্যনারায়ণ পুজোর কাজ করছিল। সকালের শ্যামবাজারের ক্লান্তি কোথায় বিলীন হ'য়ে গেল মীরার শরীর থেকে। পলাশ, মীরা কয়েকদিনের জন্য, পলাশের গরমের ছুটি থাকায়, হুগলীতে র'য়ে গেল।

৫।৬।৭০

শ্রীশ্রীঠাকুর হুগলী আশ্রমে ছিলেন সকাল ১১টায় দর্শন হয়েছিল।

১৬।৬।৭০

শ্রীশ্রীঠাকুর হুগলী আশ্রমে ছিলেন বেলা দেড়টায় দেখা করতে গিয়ে দেখি কোন্‌নগর আশ্রমে আসার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। রাজস্থান থেকে জামাই সমীর ও দীপ্তি ও মাসীর অসুস্থতার খবর পেয়ে বর্দ্ধমানে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদ কি ভাষায় বর্ণনা করব তাই ভাবি। মন প্রাণ সেই মুহূর্তে যেন জুড়িয়ে যায়। শক্তিদাদু, বড়মা ও শ্রীশ্রীঠাকুর ১০ মিনিটের মধ্যে মোটরে কোন্‌নগর আশ্রমে চলে গেলেন—যেখানে নূতন আশ্রম তৈরী হ'তে চলেছে। কিন্তু সেই ১০ মিনিট দর্শনই আমার ৩০ মাইল দূরে যাওয়া এবং ৩০ মাইল ফিরে আসার সব শারিরীক গ্লানি কমে গেল এবং আমি নিজেকে উৎফুল্ল মনে করলাম।

পলাশ, দীপ্তি ও সমীর আমরা পরে ট্রেনে ফিরে এলাম ক'লকাতায়। পরের দিন মীরা এল।

৩০।৬।৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা ১২টা

শ্রীশ্রীঠাকুর চাতালে সামনের চেয়ারে বসেছিলেন। ২।৪টা ভক্ত পায়ের কাছে ব'সেছিলেন—অজু বম্বে যাবার আগে দর্শন করতে এসেছে। আমি শিবমন্দিরে প্রণাম ক'রে মিষ্টির বাক্স নিয়ে প্রণাম করতেই সে কি খুশী। বললেন—'এতদিন কোথায় ছিলি রে?' মীরা কেমন আছে? খোকা কেমন আছে? খোকা আমার সংগে মিঠি মিঠি কথা বলে ইত্যাদি ইত্যাদি। বললেন তোদের ডঃ রমা চৌধুরী, চীফ জর্জ পি, বি, মুখার্জি আশ্রমে আসবে—আমি বেদান্ত নিয়ে ধমাধম ওদের দেব কাল ৪টের সময়ে কীর্তন গায় ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় আসবে। কথাপ্রসঙ্গে আরও অনেক বললেন—কারুর পিছনে কোন কথা বলতে নেই। মুকুল খুব উৎসাহী। অত তৎপর হ'য়ে কে এত কাজ করে? কোন্নগরের কেউ কেউ মুকুল সম্বন্ধে কুকথা বলেছে—কিন্তু সামনা সামনি বলে না কেন্ সমর তুই বল? আমি উত্তরে বললাম—'সে কথাই তো ঠিক বাবা'।

৯।৭।৭০ কোন্নগর আশ্রম, বিকেল ৬টা

ক'লকাতার কাছাকাছি আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর আসছেন শুনে বহু ভক্ত গাড়ি ক'রে দর্শন করতে এসেছেন। গাড়িতে বড়মা, হুগলীর মাসী শক্তিদাদু সংগে এলেন—গাড়ির দরজা খুলতেই পর পর প্রণাম করতে লাগলেন ভক্তবৃন্দ। আমি যখন প্রণাম করলাম—আরেঃ তুইও এসে গেছিস্? আধঘন্টা পর আমি বললাম—বাবা, রবিবার শোভনের জন্য পাত্রী দেখতে যাচ্ছি। উনি শুনে বললেন—ছবি আমি দেখেছি—অগ্রসর হ'য়ে দেখ্। আমি সন্ধ্যা ৭টায় শ্যামবাজারে ফিরে গেলাম।

১৩।৭।৭০ হুগলী আশ্রম, সকাল ১১টা

মুক্তিনাথের মন্দিরে প্রথমে প্রণাম করতে গেছি—আশ্রমের টিনের দরজার আওয়াজে কোন এক ভক্তকে জিজ্ঞাসা—দেখ তো কে এল? আমাকে দেখে সেই সদাহাস্যময় স্বাভাবিকভাবে মীরার ও পলাশের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। শুয়ে শুয়ে তখন একলা গীতা পড়ছেন। আমাকে বললেন ও ঘর থেকে ২টো প্লেট নিয়ে আয়—আমি যে মিষ্টি নিয়ে গিয়ে ছিলাম—বড়মাকে প্লেট দিতে বললেন। আমি বললাম বর্দ্ধমানে যাচ্ছি। যাবার পথে আপনার দর্শন ক'রে গেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শ করলে প্রত্যেকবার শরীর ও মনের যা অবস্থা হয় আজও তাই হল। প্রণাম ক'রে মীরার দেওয়া একটা চিঠি দিলাম। চিঠিখানা প'ড়ে বললেন খুব ভাল চিঠি লিখেছে। চিঠিখানা যখন আধ-শোয়া অবস্থায় পড়ছিলেন আমি মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম—সে এক অপূর্ব বীর্য্যসম্পন্ন মহামূর্তি!

১৮।৭।৭০ গুরু পূর্ণিমা হুগলী আশ্রম, সন্ধ্যা ৭টা

গায়ক দ্বিজেন মুখার্জী সস্ত্রীক এবং আরও ২২ জন আজ গভীর রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে দীক্ষা নেবেন। আশ্রম নূতন সাজে সেজেছে যেন—ফুলের পাহাড়, আলোর বাহার, ধূপ ধূনোর গন্ধ, মন্দিরের ঘণ্টা, হোমের আগুনের তাপ এবং দীক্ষার্থীদের সারি সারি বসা—সারারাত ঘুম এল না—ঐ সব দেখে শুনে বার বার মনে হ'তে লাগল—এরও একটা পৃথক charm আছে। আজ প্রায় ২৫০ লোকের ভিড়ে আমি যখন প্রণাম করি শ্রীশ্রীঠাকুরের সংগে চোখের বিনিময় হয়েছিল কিন্তু কোনও কথা হয় নি। তবে আড়াই ঘণ্টা ব্যাখ্যা শুনেছি এবং ঠাকুরের ভাবমূর্তি লক্ষ্য করেছি। রাত ৪টায় মীরাকে বলেছেন তিনি দূর থেকে আমাকে দেখেছেন।

১৯।৭।৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা ১২টা

হীরেন সকালে হুগলীতে পৌঁছাল—তাকে ও অন্যান্য শালিকাদের সংগে নিয়ে গিয়ে দেখি শ্রীশ্রীঠাকুর মোটরে বেড়াতে গেছেন। আধঘণ্টা পরে ফিরে এলে ক। হ'ল—গতকালের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। অভিভূত হ'য়ে বললেন—এসব তো তোমাদের জন্য করছি। তোমাদের মঙ্গল হোক। তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি মন হোক। তোমরা আশ্রমকে ভালবাস—তাই তো আমি চাই। বললাম বাবা কালকের অনুষ্ঠানে সবাই এসেছিলেন কেউ বিশেষলোক বাদ যায় নি—হাসতে হাসতে বললেন—বুড়ির ছেলে আসে নি। মায়ের ডাক নাম বুড়ি। মা বা আমাদের কারুর ওর কথা ততটা মনে হয় নি কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কি আশ্চর্য্য স্নেহ—যে শোভনের কথা মনে পড়েছে। মা তখন বললেন—গুরুপূর্ণিমা যে গতকাল হ'য়েছে ওর খেয়াল নেই—তা না হ'লে হয়ত শোভন আসত। যাইহোক তারপর আমাকে বললেন শোভনের বিবাহের বিষয়ে যেন আমি অগ্রসর হই। বিকেলে পলাশ, মীরা, হীরেন ও কৃষ্ণাকে নিয়ে আমি ক'লকাতায় ফিরে এলাম।

২।৮।৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা ১২টা ১৫ মিঃ

শ্যালিকা বাবলি ও তার শ্বাশুরীমাতাকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাঁর যশিডি যাবার দিন পৌঁছে প্রণাম করতে ও শ্বাশুড়ীমাতাকে পরিচয় করিয়ে দিতেই রসিকতা করে বললেন—বর্দ্ধমানে ডাক্তারকে খবর দে—বেয়ান এসেছে—চলে আসুক। প্রথমটা হেঁয়ালী ভরা কথা আমি বুঝতে পারছি না, বুঝে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন কি রে বুঝতে পারলি না? আমি হ্যাঁ বলতেই বললেন, কি বুঝলি বল্ ত? এই ব'লে বড়মা (যিনি কাছেই ব'সেছিলেন) শ্বাশুড়ী হেসে উঠলেন, বকু ডাক্তার ও অন্যান্য ভক্তেরা রসিকতা উপলব্ধি করলেন। শ্বাশুড়ীমাতাকে বললেন—'এই সংসারের মেয়েকে গ্রহণ ক'রেছিস তুই ধন্য।' পলাশের কথা মীরার কথা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। গীতার শ্লোক তো মূহুর্তে মূহুর্তে লেগে আছে ঠোঁটে। মুখ থেকে নিঃসৃত যে কোন একটি শ্লোকের শব্দগুলি নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারলে—শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করা সার্থক হয়।

তারপরই মুকুলবাবুর স্ত্রী মাসীমাকে বললেন আমাদের আশ্রমের ভেতরে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে। আমরা প্রণাম ক'রে চ'লে আসব—এমন সময় দেখি মীরা যে চিঠিখানা দিয়েছিল চোখের কাছে নিয়ে রেখে পড়ছেন। পরে আমাকে বললেন খুব ভাল চিঠি দিয়েছে। মেয়ে খুব ভাল। আমি বললাম বর্দ্ধমানে যশিডি থেকে ফেরার পথে নামবেন কিনা—বললেন ঠিক নেই। কথাটা কানে রাখলাম যদি ফিরে আসি খবর পাবি! আমি বললাম মীরা বলেছে তাহলে সে সময়ে যাবে।

প্রণাম ক'রে চ'লে এলাম। বিকেল ৫টায় মোটরে বর্দ্ধমানে চ'লে গেলেন।

১৯।৮।৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা সাড়ে এগারটা

যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ ধর্মের কথা ছাড়া অন্য কথা কম বলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যখনই যাই সংস্কৃত শাস্ত্র থেকে প্রতিটি শ্লোক উল্লেখ ক'রে গৃহীর চলা ফেরা সম্বন্ধে সমন্বয় করার সস্নেহ চেষ্টা লক্ষ্য করি। আজও এর ব্যতিক্রম দেখিনি। যখন বললাম মীরা ও পলাশকে ২।৪ দিন আপনার কাছে জন্মাষ্টমীর দিন রেখে যাব, বললেন রবিবার কোন্‌নগরে যাব—সেখানে নিয়ে আসিস। প্রসাদ নিয়ে যথারীতি প্রণাম সেরে অফিসের পথে উত্তরপাড়ায় চলে এলাম।

৩০।৮।৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা সাড়ে বারটা

মীরা, পলাশ ও আমি ঢুকতেই স্বাভাবিক স্নেহ প্রকাশ ক'রে সে কি আদর। পলাশের জ্বরের জন্য জন্মাষ্টমীতে আসতে পারিনি জানালাম। বললেন আমার কাছে থাক্ ২।৪ দিন ভাল হয়ে যাবে। বললেন খোকার কিছু হবে না—ও আমার ছেলে নিশ্চিন্ত থাক্। আমি ওদের রেখে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ব্যাখ্যা শুনে ক'লকাতায় ফিরে এলাম এবং প্রতিবারের মত মনে অসীম তৃপ্তি নিয়ে ফিরে এলাম।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা সাড়ে দশটা

স্বাভাবিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর অভ্যর্থনা করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথা মনে হল—জীবের অহঙ্কার আছে ব'লে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেঘ উঠলে আর সূর্য দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ব'লে কি সূর্য নাই? সূর্য ঠিক আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কিছুক্ষণ থাকলেই—শরীর মন সম্পূর্ণ সংসার মুক্ত হয়। আজও তাই হল।

প্রণাম ক'রে কলকাতায় ফিরে এলাম।

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা সাড়ে পাঁচটা।

শক্তিদা কত বৈদান্তিক আলোচনা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে শক্তিদা বললেন—জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে। বিষয়ের কথা হলে তার বড় কষ্ট হয়। বিষয়ীরা আলাদা লোক। তাদের অবিদ্যা-পাগড়ী খসে না। তাই ঘুরে ফিরে ঐ বিষয়ের কথা এনে ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সকল কথা সান্ধ্য-বৈঠকে কত সুন্দরভাবে শক্তিদা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে ক'লকাতায় ফিরলাম।

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ হুগলী আশ্রম, সকাল সাড়ে এগারটা

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই মুখে সমস্ত অন্তঃকরণ জুড়ে আশীর্ব্বাদে মনপ্রাণ পূর্ণ হ'য়ে গেল। "যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মনি সমর্পয়েৎ" শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সমস্ত কাজ ব্রহ্মকে নিবেদন করা উচিৎ। 'নিজের' ব'লে কোন কাজ রাখিস না।

আরও বহু আলোচনা শুনলাম। প্রণাম ক'রে অফিসের পথে এলাম। শোভনের বিয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হতে বললেন, ৪ঠা অক্টোবর রবিবার পাত্রীপক্ষকে বর্দ্ধমানে গিয়ে পাত্র দেখে আসতে বলিস।

৩।১০।৭০ বেলা সাড়ে দশটা

দীপ্তিকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বর্দ্ধমান থেকে হুগলী আশ্রমে এলাম। সে কি আশীর্ব্বাদ। বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছিলাম।

১৫ই অক্টোবর ১৯৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা সাড়ে এগারটা

৺বিজয়ার পর প্রণাম করলাম। স্বাভাবিক স্নেহ ক'রে বললেন 'কল্যাণ হোক্'। সাধুসঙ্গ করতে পরামর্শ দিলেন। পাটনা ভ্রমণে কোন বিঘ্ন হয়নি এবং তাঁকে স্মরণ ক'রেই গিয়েছি এ কথা জানালাম।

১৮ই অক্টোবর ১৯৭০ বজবজ আশ্রম, বেলা ৩টা

লোকে লোকারণ্য। শক্তিদা বেদান্ত ব্যাখ্যায় ব'সেছেন—উচ্চেস্বরে বললেন—গুরু কৃপা ছাড়া জ্ঞান হবে না, ভক্তি হবে না, ভজন হবে না, পুজন হবে না, গুরু বিনা জ্ঞান নাই, গুরু বিনা ভক্তি নাই। টাকা ঢাললেই বা বেদান্ত সভায় গুরুর আসনের কাছাকাছি বসলেই ভক্তি বা ঈশ্বর লাভ হয় না।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় হুগলীর মাসী, বর্দ্ধমানের মাসী, ভবদা প্রভৃতির সংগে কলকাতা ফেয়ার আগে দেখা হল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে গেছি বললেন—'শোভনের বিবাহের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত কর্'।

এই কথা শুনে আমার মন আপ্লুত হল এই ভেবে, বেদান্ত সভায় ৪ ঘণ্টা ধরে যে মহাপুরুষ পৌরহিত্য করলেন সেই মহাপুরুষের আমাদের মত সাংসারিক মনঃবৃত্তিওয়ালা মানুষগুলির ওপর কি অশেষ করুণা ও আশীর্ব্বাদ।

বজবজ আশ্রমটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শুনতে পেলাম, ৫৬ বছর আগে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং গত ৪০ বছর ধ'রে যাঁরা তাঁর সঙ্গ করছেন তাঁরা একথা জানতেন না। হঠাৎ প্রসঙ্গতঃ এই আশ্রমের কথা ওঠে এবং একটি ভক্তের ইচ্ছায় আজ সেখানে বেদান্ত ব্যাখ্যার আয়োজন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে ক'লকাতায় ফিরে এলাম—শরীর ও মনে অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে।

২০।১০।৭০ মুকুলদার কলিকাতার বাড়ি ৯-৪৫ মিনিট।

২১ দিনের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় এসে এখানে আছেন। সকালে প্রাতঃভ্রমণে যাওয়ায় এবং ভবানীপুর থেকে উত্তপাড়া অফিসে আসার তাগাদা থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ দর্শন পাই নি। বিষণ্ণমনেই ফিরেছি।

২৩।১০।৭০ হুগলী আশ্রম, বেলা ২টা

গত দুদিন দারুণ ঝড় জল হচ্ছে। ঝড়ে রাস্তা ঘাটে প্রচুর গাছ পড়েছে—বাতাসের বেগের জন্য ক'লকাতার পথ ঘাট প্রায় জন শূন্য, ২।১ টা বাস চলছে—সেই বাসেই উঠে পড়লাম এক হাঁটু জল ভেঙ্গে বাড়ি থেকে—বেড়িয়ে—কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে যাবার দিন। তাঁকে 'প্রণাম' করার খুব ইচ্ছে জাগল। সম্পূর্ণ ভিজে পৌঁছলাম প্রায় ৪ ঘণ্টা পরে। গিয়ে দেখি ঘর বন্ধ, নিরালায় কি আলোচনা চলছে।

ঘর খুলতেই সেই পুরানো ভঙ্গীমায় মনপ্রাণ জুড়ে আশীর্ব্বাদ। আমাকে বললেন 'তোর আসতে ট্রেনে আড়াই ঘণ্টা লেগেছে—আমি কখন্ বের হই বলত? আমি বললাম 'বাবা ট্রেনে আপনি গেলে সাড়ে চারটায় বের হ'তেই হবে।' আমাকে বললেন 'তুই আমার সংগে যাবি—চুঁচুড়া ষ্টেশনে যাব—আমার টিকিট তুই কাটবি ত? সে কি সুন্দর প্রশ্ন? আমি বললাম—এ কথাটা কি

আপনি আমাকে পৃথক ভাবে বলবেন ?' প্রিন্সিপ্যালদা, শক্তিদাছ, আমার ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ৪ খানা ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট কেটে—৫ মিনিট বেশী ট্রেন দাঁড় করিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা চুঁচুড়া ছাড়লাম—শ্রীশ্রীঠাকুরের কি অপরূপ রূপ ট্রেন চলা কালীন—এক ঘণ্টা দেখলাম—কত রকমের কত গল্প হল। লীলামায়ের অসুখের কথা, শোভনের বিবাহের কথা, শ্রীশ্রীঠাকুরের রাগ করার কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশেই আমি ব'সে তাঁর পায়ের কাঁকড়গুলি মুছে দিচ্ছি—এমন সময়ে পায়ের আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন—"এইখানে প'ড়ে থাক্ তোর সব কাজ সফল হবে।" সে কি অভিব্যক্তি, আমার হাত ধ'রে কিছুক্ষণ ব'সেছিলেন—সমগ্র শরীরে আমি কি মহাশক্তির ভাব অনুভব ক'রেছিলাম—ভাষায় প্রকাশ করতে পারবনা। হাওড়া এসে—যাঁরা ঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছেন—তাঁরাই করজোরে প্রণাম করছেন—খড়মের খট্ খট্ আওয়াজে হাওড়া ষ্টেশন ধন্য হল—জয় গুরু মহারাজ কি জয় দিয়ে—রাত সাড়ে নটায় ট্রেন ছাড়ল। ইজি চেয়ারে ব্যবস্থা, ঠাকুরের মালের কুলির ব্যবস্থা সব কাজ আমি নিজ দায়িত্বে করে ধন্য মনে করেছিলুম।

———

১০ জানুয়ারী ১৯৭৪ কোন্‌নগর মাধবানন্দজীর আশ্রমে প্রদত্ত শ্রীশক্তিকুমার চক্রবর্ত্তীর ভাষণ—

আজ শ্রীশ্রীবাবার পবিত্র ষোড়শ তিথি। বাবার স্থূল দেহ প্রকাশ হয়ে এখানেই আছে, বাবা আছেন, আছেন, আছেন। মহাত্মারা বলেন—'গিয়েও আমি যাইনি চলে, আছি তোদেরই মাঝে'—যদিও আজ ১৬ দিন হল তাঁকে স্থূল চোখে দেখতে পাচ্ছি না। মনে পড়ে শেষ দরবারে এই সেদিন এই আশ্রমে বাবাকে বলেছিলাম—"৩০ বছরের উপর গভর্ণমেণ্টের চাকরি করেছি—৩০ বছর কৃপা করে আপনিও সঙ্গ দিয়েছেন—আর পারছি না—আমাকে রিটায়ার করিয়ে দেন্।" উত্তরে বাবা বলেছিলেন "দাঁড়া আগে আমি রিটায়ার হই।" পেনসান চেয়েছিলাম, তার উত্তরে চুপ করে ছিলেন। যুগ যুগ ধরে যে মহাপুরুষ আমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁর মহিমা বর্ণনা ও আমার ৩০ বছরের সান্নিধ্যের আজ এই স্বল্প সময়ে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে ঋষি বলেছেন—

"অসিতগিরিসমম্ স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রম্
স্থতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালম্
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥"

মাত্র ৩ বৎসর পূর্বে ৺ঝুলন পূর্ণিমার দিন, এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ৺রাসপূর্ণিমার রাত্রে এই আশ্রমে তিনি প্রথম দীক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর এই বৎসর আর তুবার কয়েকজনকে দীক্ষা দেন। সেই শেষ। যাঁরা দীক্ষা পেয়েছেন, তাঁদের জীবন ধন্য—আর তো তাঁকে পাওয়া যাবে না।

তাঁর সম্বন্ধে বাস্তবিকই আমরা কতটুকু জানি। কতবার তিনি নিজেকে দেখিয়ে বলেছেন "শিব এব স্বয়ং সাক্ষাৎ"। ভক্ত গেয়েছিলেন "তুমি যে শিব তাহা বুঝায়ে দিও"—। তিনি সত্যই শিব এসেছিলেন। এর প্রমাণ চলছে পাঞ্জাব হোসিয়ারপুরে। তাঁর উক্তি "আমি আসি, আসি, আসি"—"সম্ভবামি যুগে যুগে", জানা গেছে, সত্যযুগ থেকে ২১ বার তিনি মনুষ্য দেহে এসেছিলেন। পিপুলাদি মুনির ১০ পুত্র ও ১০ কন্যা ছিলেন। তাঁরাও এ জন্মে প্রভুর লীলা সহচর রূপে এসেছেন। এর মধ্যে ২ জন মায়ের নাম, ২ জন কন্যার নাম ও ১০ জন পুত্রের নাম জানা গেছে। পুত্রদের ৫ জন বাঙালী শরীর ও কন্যাদের মধ্যে ১ জন বাঙালী শরীরের খবর পেয়েছি, ৪ জন পুত্র ও ১ জন কন্যা আজ আজ এখানেই রয়েছেন। আমাদের গুরুভাই Retd. Maj তনুজদের আজ আমাদের মধ্যে হাজির রয়েছেন। এ বিষয়ে অনেক খবর তিনি বলবেন। আজ আর ঐ বিষয়ে বিশেষ না বলে অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলছি—এই ভগ্ন শরীর ও ভগ্ন মন নিয়ে আজ আর দরবার হবে না।

আমি জানি, তবু জানাই—বাবা নিজে বলেছিলেন, ১২ই মাঘ তাঁর পুণ্য জন্মদিন—ঐ দিন হুগলী আশ্রমে ২৬ বছর আগে নিজে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ক'রে ব'লেছিলেন, "আমি আর মুক্তিনাথ এক"। ১২ মাঘ ও ২৬শে জানুয়ারী হুগলীতে প্রতি বছর বাবা মুক্তিনাথের জন্মদিন পালিত হ'য়ে আসছে। স্বয়ং শিবের উক্তি ও হোসিয়ারপুরে প্রমাণ দিয়েছে। শেক্‌স্‌পিয়ার বলেছেন, There are more things in this earth Horatio than are dreamt of in your Philosophy. বিশ্বাসই প্রধান।

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, বাবার সান্নিধ্যে এলাম—আমি কি ক'রে। সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে তাঁদের জানাই—৺বিজয় গোপাল মুখোপাধ্যায় কর্মপলক্ষ্যে রেলওয়ে কোয়ার্টারে প্রথমে কাঁচড়াপাড়ায় ছিলেন, তিনি হুগলীতে নতুন বাড়ী করে ৩০ বছর আগে বাবাকে আনেন। সেই সময়ে আমি ও বিজদার আহ্বানে "সাধুনাং দর্শনং পুণ্যাং" এই মনে করে হুগলীঘাট ষ্টেশনের কাছে মহেশতলায়, বিজয়দার নূতন বাড়ীতে, অফিস থেকে সন্ধ্যার দিকে পৌঁছতেই বিজয়দা, "ভাই! তুমি দোতলায় উঠে যাও বলেছিলেন।" বাবা তখন স্নান করতে গেছেন—দূরে বরাসন পাতা রয়েছে। আমি সিঁড়ির পাশে বসলাম—সাধু দর্শন ছাড়া আমার উদ্দেশ্য আর কিছু ছিল না। সিঁড়ির ঠিক পাশটাতে আমি বসেছিলাম, কারণ স্নান সেরে বাবা ঐ পথ দিয়েই আসবেন—তাঁকে

দেখে ও দণ্ডবৎ দিয়ে বাড়ী ফিরব, কারণ সেই সকালে ডেলী প্যাসেঞ্জার হিসাবে ক'লকাতায় অফিসের কাজে গেছি, শরীরও ক্লান্ত ছিল। দেখলাম গানবাজনার আয়োজন হয়েছে—প্রচুর লোক ও সাধু দর্শন করার জন্য ক্রমশঃ আসছেন। তারপর সেই royal majestic style এ খট্ খট্ করতে করতে খড়ম পায় দিয়ে উঠে এলেন। সে এক অসাধারণ দিব্য মূর্তি, আজ সমাধি বেদিতে যে ছবি সাজানো দেখছেন—ঠিক ঐ মূর্তি তখন ছিল। সকলকে তুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে বসতে বলে নিজে আসন গ্রহণ করলেন। সবাই চুপ ক'রে বসে আছেন—সাধুর মুখে ভস্ম মাখা, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। সাধু "মৌনী বাবা" নামে খ্যাত; হঠাৎ দেখলাম ইসারায় আঙ্গুল তুটি নেড়ে দূর থেকে সাধুবাবা কাকে যেন ডাকছেন। সকলেই পিছনে তাকাচ্ছেন। বিজয়দা চারদিক্ তাকিয়ে আমাকে বললেন—"তোমাকেই যেন ডাকছেন মনে হচ্ছে"। তখন আমার চেহারাও গৌর বর্ণ ছিল—সোনার চশমা চোখে ছিল। দ্বিতীয়বার আবার সাধু বাবা ইঙ্গিত করলেন। অনেকের মাঝে বুঝতে না পেরে আমি ও ইসারাতে দূর থেকে জিজ্ঞাসা করলাম "আমাকে ?" মৌনীবাবা তখন 'মাথা নাড়লেন'। অবাক্। তারপর বিজয়দার কথায় বাবা আমাকেই ডাকছেন বলে উঠতে হলো। দণ্ডবৎ করতেই আমার গাল তুটি কাছে যাওয়া মাত্র ধ'রেছিলেন—দেখলাম চোখ দিয়ে জল পড়ছিল—আর কি যেন অস্ফুটস্বরে ব'লছেন। সেদিনের সেই দৃশ্য হৃদয়দর্পণে আজও সুস্পষ্ট। তারপর তাঁর ডান দিকে বসালেন। গানবাজনা হত।—পরে ঘরের ভিতর হ'তে এক গৌরবর্ণ মধ্যবয়স্ক ব্রাহ্মণ বেরুলেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট্ ৺হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীশ্রীবাবার দেওয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করতেন এবং প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথ ও রজনীকান্তের গানের কথা চমৎকার আবৃত্তি করতেন। আমার সেদিন ঐ সব দেখে বেশ ভাল লাগল—রাত ১০টা বাজতে, আমি কাছে ব'সে আছি ব'লে বাবার অনুমতি চাইলাম "এইবার যাব" ব'লে—বাবা ইঙ্গিত ক'রে বলে দিলেন, "একটু আর"। তারপর আরও ২ বার লিখলেন। তখন রাত্রি ১১টা হ'য়েছে। কিন্তু আমার ও অন্যান্যদের ধৈর্য্যের অভাব দেখে পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। প্রচণ্ড গরমে তিনি পাখা বন্ধ ক'রে দিতেন, এতটুকু শব্দ সে সময় সহ্য করতে পারতেন না। পিঠে মশা কামড়ালেও দরবারের সময়ে স্থির হ'য়ে থাকতেন—নিস্তব্ধ আসরে দরবার হোত। বিজয়দা তখন বাবাকে বললেন—ক্ষমা করবেন বাবা। ছোট ছেলে, সকালে বেরিয়েছে কষ্ট হচ্ছে, আবার আসবে। আমি সে রাত্রে চ'লে গেলাম বটে, সারা রাত কিন্তু আমি এক নতুন আকর্ষণের ঘোরে-ছিলাম ভোর বেলা উঠেই বাবাকে প্রণাম করতে এসে দেখি দরজা বন্ধ—আমি অগত্যা গীতার "পুরুষোত্তম যোগ" আবৃত্তি করতে লাগলাম। দেখলাম লেপ চাপা দিয়ে ব'সে গড়গড়া টানছেন। আমি গিয়ে দণ্ডবৎ দিতেই কাগজ পেন্সিল নিলেন ও পর পর ৩ খানি শ্লোক লিখে আমাকে দিলেন। তাঁর হাতের লেখা তখন পড়া শক্ত ছিল। বাংলা হরফে জড়ানো লেখা ছিল। সব কটা শ্লোকই আমাকে উদ্দেশ্য ক'রেই লিখেছিলেন। আজ এই শোকের দিনে আমি সেই প্রথম তিনখানি শ্লোক আপনাদের সমক্ষে শুধু প'ড়ে শোনাচ্ছি—ব্যাখ্যা করার সময় নেই, mood ও নেই।

এই কিছুদিন আগে, আমাকে পুরীতে ও জশিডিতে নিয়ে যাবার জন্য কি ব্যস্ততা। আমি যখন অসুস্থতার কথা বললাম—উত্তরে হাতটি ধ'রে শুয়ে শুয়ে বললেন, 'আমি কি তোমাকে ছাড়া কখন কোথাও গেছি? 'আমি বললাম—আপনি যাচ্ছেন যান,' সেরে আসুন। আমি কি করব?' উত্তর দিলেন সেখানে গিয়ে লেখা পড়া করব।' আমি বললাম—"বাবা আপনি সুস্থ হ'য়ে উঠুন নিশ্চয় লেখাপড়া করবেন।" আমি আজ নাগেশ্বরকে স্পর্শ ক'রে বলতে পারি—তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ শিব। তিনি কোথায় গেছেন, কোথায় আছেন সবই research চলছে। বছর খানেক আগে ইঙ্গিত দিয়ে তাঁর পশ্চিমা চেলাবাবাদের ও রত্নগিরি নামে মোহন্তকে এই আশ্রমে আনিয়ে ছিলেন এবং একদিন বকাবকি ক'রে চ'লে যেতে ব'লেছিলেন। পরদিন ওঁরা যখন চ'লে যেতে উদ্যত, তখন বলেছিলেন—"কাঁহা যাতা? চলা যায়গা, দো-দশ রোজ ঠাড়্ যাও—হামারা অন্তিম সময় আ গয়া। কুছ্ ক্রিয়াকর্ম হোগা। "ইয়ে সব গৃহী লোক কেয়া জানতা?"

বিশ্বাস করুন, আজ সভার সূচনায় যে গানটি হল—"আমার গানের সুর হারিয়ে গেছে এই গাঙের কুলে—সুরধনী তুই দেনা গো ব'লে। 'আজ প্রাণ কতই কাঁদে, হ'য়ে সর্বহারা, পাগলপারা প'ড়ে তার ফাঁদে।"—ঐ সংগে বলি বাবার কথা বলতে গিয়ে তাঁর অভাবে আমার প্রাণ ও আজ কাঁদছে। আজ ৩০ বৎসরের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ শেষ হ'য়ে গেল। আমি D. Litt. নই, আমি ডক্টরেট্ নই,—জেনেও বাবা নিজের হাতে লিখে "শাস্ত্রী" উপাধি দিয়েছিলেন—আমাকে শাস্ত্রীজী ব'লে চিঠি লিখেছিলেন অনেক বার। আমার কোন কথার আজ খেই রাখতে পারছি না—"ভেঙ্গে গেছে মোর বীণার তার। এ মহাশ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কি গান গাহিব আর।" বাবা অনেক সময়ে আমাকে দরবার শেষে বলতেন—"আমার নাম তুই রাখবি"। শেষ দিনে চরম আশীর্ব্বাদ ক'রে গেছেন। তাই আজ তাঁর অভাবে প্রাণ কেঁদে উঠছে। তাঁকে ছাড়া কোনদিন দরবারের আসনে বসিনি। জয় গুরু।

প্রথমদিন আমাকে উদ্দেশ্য ক'রে যে শ্লোক তিনটি ব'লেছিলেন—

(১) জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্তবং ততো বিপ্রতা
তস্মাদ্বৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্বঅস্মাৎপরম্।
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভাবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি—
র্মুক্তির্নো শতকোটি জন্মসু কৃতৈঃ পুন্যৈ বিনা লভ্যতে।"

(২) "বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্
কুর্বন্তু কর্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনা বিমুক্তি
র্ন সিধ্যতি ব্রহ্ম-শতান্তরেহপি।"

(৩) অতোঃ বিমুক্তৈই প্রযতেত বিদ্বান্
সংন্যস্তবাহ্যার্থসুখস্পৃহঃ সন্।
সন্তং মহান্তং সমুপেত্য দৈশিকং
তেনোপদিষ্টার্থ-সমাহিতাত্মা॥"

প্রথমটিতে ব্রহ্ম নিষ্ঠার মহত্ব ব্যাখ্যা ছিল। প্রথমতঃ মানুষ জন্ম ইচ্ছা ক'রলেই পাওয়া যায় না। চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে করতে দেবানুগ্রহ হ'লে বহুজন্মের পুণ্য ফলে মানুষ জন্ম হয়। মানুষ—জন্ম পেলেই হয় না—তারপর, বহু ভাগ্য থাকলে পুরুষ দেহ, তার অপেক্ষা ভাগ্য ব্রাহ্মণ শরীর পাওয়া। আর তার চেয়ে বড় কথা—বিপ্রত্ব (বেদ পাঠাদ্ ভবেদ্ বিপ্র।) সর্বশেষে আত্মা ও ব্রহ্ম এক—এই বোধ হ'লেই যথার্থ মানুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত।

বহু উপাধি আপনার থাকতে পারে। দেতার যাগ যজ্ঞ করুন—বহু দেবতার উপাসনা করুন—বহু Quotation দিয়ে বক্তৃতা করুন—আত্মা ও ব্রহ্মায় ঐক্য বোধ না থাকলে ব্রহ্মায় শতজন্মের পরিমাণে আয়ুষ্মান্ হ'লেও বিমুক্তি নেই, "যে আত্মা সেই ব্রহ্ম"।—"জানাতু বা ন জানাতু ব্রহ্মা জীবস্য জীবনম্। জানাতিচেৎ পরো লাভো ন জানাতি মহদ্ভয়"—মহতী বিনষ্টিঃ।

পরিশেষে একটা কথা বলি, শ্রীশ্রীবাবার বয়সের প্রমাণ নেই। লক্ষ্ণৌতে এক রাজাকে কাঁদতে দেখে ছিলাম—বাবাকে দেখে তিনি কাঁদছিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন "আমার বংশের গুরু ইনি। আমার Great Grand Father এর ইনি গুরু। খাজুরী গ্রামে লক্ষ্ণৌ থেকে ৩০।৩৫ মাইল দূরে আজও "মাধব কুণ্ড" নামে এই গুরুর স্মৃতি আছে। তাঁতে হিসাব ক'রে ও অন্যান্য মহাপুরুষাদর যাদের সঙ্গী তাঁর বাল্যকাল থেকে মেলামেশা ছিল, আর তাঁর তা মুখ থেকে শুনে এই জেনেছি—তিনি কায় কল্প ক'রেছিলেন। ২৫০ উপর তাঁর বয়স হ'য়েছে।

বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব'লেছিলেন "ঝাঁন্সীর লক্ষ্মীবাঈকে নিজে দেখি; ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেতো সেদিনের কথা।" আরও প্রশ্ন ক'রেছিলাম বাবার শ্রীশ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধে—তাতে ব'লেছিলেন তিনি জটাধারী গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় ব্রহ্মচারী মূর্ত্তি ছিলেন—মুণ্ডিত মস্তক ছিলেন না এবং সর্বশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। গুরুদেবের ফটো জুনা আখ্ড়ায় কাশীতে আছে বলেছিলেন। সে ফটো বার বার দেখতে চেয়েছি—কৃপা করেন নি। হরি ওঁ তৎসৎ। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

"জয়তু জয়তু শম্ভু র্মাধবানন্দো দেবো
জয়তু জয়তু হংসো ন্যাসিবংশাবতংসঃ।
জয়তু জয়তু তাতো জন্মজন্মান্তরানাং
জয়তু জয়তু চিত্তক্লেশ-নাশো মুকুন্দঃ।

সকলে তাঁর জয়ধ্বনি দিন—জয় গুরু বাবাকি জয়।

মুকুলদার কথা

কোন্নগর আশ্রম প্রতিষ্ঠার সাহায্যার্থে ১৯৬৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মহাজাতি সদনে সঙ্গীতানুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে তদানীন্তন সম্পাদক হিসাবে "মুকুলদার" কথা—সেই অনুষ্ঠানে শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সতীনাথ মুখাপাধ্যায়, মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, ইলা বসু, প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সন্ধ্যা মুখার্জি, ভী বালসারা প্রভৃতি। গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে তাঁরা সঙ্গীত পরিবেশন ক'রেছিলেন এবং কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি।

Secretary's Address

Brothers and Sisters,

We welcome you most cordially to this musical soiree and hope that you will have a most enjoyable evening. It is not customary to provide a light entertainment programme before a serious explanation about its purpose and cause. But as our cause is a noble one and invested with deep piety, You will be happy to know about it. In all probalitity you are aware that the money collected through this function will be utilized in building an ashram in honour of our Gurudeb Sri Sri Madhabananda Giri Maharaj.

Famed as our Country is, as the land of holy men, only a few of them still Servive, and we have unfortunately seen many exploitations in the name of religion. Gurudev is a conspicuous exception. Details of his life are obscure and he is least interested in becoming known in Soeiety. Even his close deciples are not aware of many of his devine attainments Leading the life of an ascetic he pursued the path of truth and knowledge in stern Silence for a long period. It was then that he become known as Mouni (the silent). His journey towards and has led him to an almost impossible height of Self-realisation and identification with the creator. Originally a saiva (a worshipper of Shiva) he belives in the vedanta as the gasped of deliverance of the Suffering multitudes.

His religion attainments aside, he ! Hi ndu scholar of the very highest order. Many who have earned their Scholastic reputation in thc secular world have sat at his feet in humble appreciation of his learning, we who have been fortunate enough to see him at close quarters. are confident that he was travelled for in the path of the Almighty and as Hindus, we believe that such a blessing can only be the reward of a painstaking search through many lives.

Gurudeb has not performed any miracles for purpose of astonishing society, nor has he undertaken an ambitions programme of social reform. His domain is the tortured and trouble region of the soul where he tries to bring peace and salvation. He has taken on himself the duty of reviving the holy link between the human soul and the Universal soul and thereby helping us to attend Strength and peace in religion and God. In the words of the Vedanta, the true understanding of ourselves is hidden. He helps us in unravelling the truth and thereby dcserves the name of Guru as one who leads us from darkness into light.

His followers have decided to maintain an ashram closer to the city and beside the ganges where he may live and spread his word. Such an efforts needs a plenty of resources which we cannot mobilize on our own. Your co-operatian is therefore invaluable and extremely necessary, we fell confident that such help will be forthcoming again in the fortune. Before closing we would like to express our very sinceres gratitude and thanks to the artists who have all decided to give their services free. We will remember their invaluable generiosity. We would also like to thank all those of you here who have filled the hall to capacity and made it a success. Our thanks also to the main organisers, Volunteer and all those who have done their large and small fits of service.

So let us say in closing all together and in a high voice 'Jai Guru.'

M. K. Roy
Hony. Secretary.

মহাজন-দর্শনে

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

[শ্রদ্ধেয় রঞ্জনদার বাড়িতে, যেখানে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রথম দর্শনলাভ করি, সেখানে তিনি যখন স্নান করিয়া আসনে বসিতেন ও সকলে আরতি করিতেন, সেই দৃশ্য দেখিয়া ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে লিখিত—শচীন]

সদ্য-স্নাত দেহে যবে
সম্মুখে আমার
আসিয়া দাঁড়াও
অপরূপ রূপ ধরি
ওগো মহাজন,

প্রশস্ত ললাট,
উন্নত নাসিকা তব,
সুদীর্ঘ আয়ত নয়ন,
ওষ্ঠ দুটি কাঁপিতেছে সদা
জয়গানে জগৎ পিতার।
সে মূরতি তব
দেবতার কল্পনার দান
দেখিয়াছি নিজ চোখে তাহা—
ধন্য আমি।

চোখ দুটি তব করুণার জলে ভরা
মনে হয় ফল্গু নদী সম
করুণার স্রোত সেথা বহে দিনরাত।
তাপিত জনারে
সেই জলে
করিতে সিনান
কর আবাহন।

সে মূরতি তব
স্নিগ্ধ দিব্য-জ্যোতি ভরা
কত মধুময়,
ভয় তাহে নাহি আসে।

মনে হয়, বলিছ সবায়
"ভয় কিবা আছে তব?
সমর্পণ কর সব
আমার সকাশে।"
প্রণাম করিনু আমি
চরণ ধরিয়া,—
নতজানু হয়ে—
কত আশীর্ব্বাদ করিলে আমায়।
সে আশীষ মোর
ললাটে অঙ্কিত আছে
জয়টীকা সম।
'মাভৈ' 'মাভৈ' ধ্বনি তাই
শুনি কাণে
যখনই তোমারে স্মরি।

ভক্ত-বৃন্দে করি আশীর্ব্বাদ
গীতাখানি লয়ে যবে
বস তুমি আসনে তোমার,
সে দৃশ্য বলে কেমনে আঁকিব দেব?
কোন্ শিল্পী পারে তাহা—
কহিতে না পারি।

গীতা তব নয়নের মণি,
গীতা তব জীবনের সার,
গীতার প্রত্যেক বাণী
বহিতেছে প্রতি রক্তকণা মাঝে
প্রতি অণু পরমাণু শুধু গীতা,
গীতা গীতা ধ্বনি করিছে বন্দনা।
চেয়ে থাকি সে মূরতি পানে
মনে পড়ে অর্জ্জুনের সারথির কথা।
তুমি কি গো নামিয়া এসেছ দেব
এ ধরণী তলে
শিখাইতে তব ভক্তজনে
যুদ্ধের কৌশল
দ্বন্দ্বময়, স্বার্থময় এ সংসার-সমরে?

যে কথা গুরুদেব প্রসঙ্গত বলতেন

[বুবু মাসীর কাছ থেকে সংগৃহীত]

(১) আদর্শ গৃহী হতে হবে। কৃপণের পথ নয়। যমস্য করুণা নাস্তি। এ সংসারে সুখ থাকলে রাজার ছেলে বনবাসী হ'তো না। বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্যের নাম যোগ। সরলতার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়।

(২) একবার বম্বে থেকে হুগলী ফেরার পথে প্রভু কৃপা ক'রে বর্দ্ধমানের আসার পথে বর্দ্ধমান ওভারব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেন শোন বুবু, যোগী ঋষি যাঁকে ধ্যানে পায়না স্বেচ্ছায় তোর বাড়ি যাচ্ছে। বর্দ্ধমান আমার হেড কোয়াটার্স। কোনদিন কি বলেছিস, পূজার ঘরে যাবার সময়—আসুন আসুন প্রভু। অতিথি এক গ্লাস জল পায় না, মালা ঠক্ ঠক্ করছে। শান্তি বারি কোথায় আছে জানিস ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে।

(৩) সর্বদা ঠোঁট নেড়ে যাবি। একদিন দেখবি প্রভু দাঁড়িয়েই আছেন। অস্তি অস্তি, তিনি আছেন। গুরু বাক্য। বিশ্বাস রাখবি। মরি কি বাঁচি, প্রভু বলেছেন।

(৪) ১৯৬৪ সালের আশ্বিন মাসে দুর্গা ষষ্ঠীতে শ্রীশ্রীবাবা যশিডি থেকে হুগলী ফেরবার পথে বর্দ্ধমানে একদিন কৃপা ক'রে শ্রীচরণ ধূলি দিয়েছিলেন। বাড়ির উপর তলায় দালানে দাঁড়িয়ে বললেন, বুবু—"আজকের দিনে গুরু তোর দুয়ারে।"

(৫) শ্রীশ্রীবাবা বললেন—"যতই পড় না বেদ ভাগবত পুঁথি, বিনা অনুভূতি।"

(৬) জনক ঋষি ত্রিগুণের হাত থেকে নিস্তার পায় নি, আমায় ভার দিয়ে দেখ না, কি পারি। রাত্রে শিশির যখন পড়ে দেখা যায় না। সকালে দেখতে পাওয়া যায়, ঘাসে পাতায় বিছিয়ে আছে, তদ্রূপ মহাপুরুষের করুণা চোখে দেখা যায় না অনুভব হয়।

(৭) শকুনি আকাশে উড়ে কিন্তু তার নজর ভাগাড়ে।

(৮) সব সিংহেরই এক ডাক, তেমনি সব মহাত্মার এক বাণী।

(৯) সাধুর রাগ জলের দাগ।

(১০) গুরুর দুয়ারে কুত্তা হ'য়ে প'ড়ে থাক্—মরি কি বাঁচি গুরু বলেছেন।

(১১) ছোটছেলে যদি যুক্তি পূর্ণ কথা বলে তার কথা গ্রাহ্য আর ব্রহ্মাণ্ড যদি অযুক্তিপূর্ণ কথা বলেন তাঁর কথা অগ্রাহ্য।

(১২) সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে ঢেউ বন্ধ হ'লে স্নান করব মনে করলে কোনদিনই স্নান করা হবে না—ঢেউ বন্ধ হবে না—স্নানও হবে না তেমনি সংসারেও কোনদিন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না তারই ভেতর ঈশ্বরকে ডাকতে হয়।

(১৩) প্রভুর বাগানের মালী হ'য়ে থাকবি ভুলেও যেন ফুল চুরি করিস না।

(১৪) মনে রাখিস বর্দ্ধমানের বাড়ি তোর নয়, তুই ভাড়াটে বাড়িতে আছিস। ও আমার বাড়ি।

চিঠি

"ওঁ" গিড়িডী

পরমপূজনীয় শ্রদ্ধেয় জামাইবাবু, ৫।২।৭৪

আপনার চিঠিতে শ্রীশ্রীঠাকুরবাবার দেহত্যাগের সংবাদে খুবই বিচলিত হোয়ে পড়েছি। এ ঘটনা যে কোনদিন ঘটবে তা কোনদিনই মুহূর্ত্তের জন্যও মনে হয়নি। শুনে আমি হতবাক হোয়ে গেলাম। জামাইবাবু লীলামা চলে যাওয়ার পর যখন সবদিক্ ফাঁকা লাগত তখনই ঠাকুরবাবার কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিতাম। মনে অনেক জোড় আসতো। এখন মনে হচ্ছে আমাদের কেউ নেই! আপনারা সকলেই তাঁর চরণ স্পর্শ করলেন, গলায় পরিয়ে দিলেন "বিদায়মালা"! কিন্তু আমি শুধু অশ্রু বিন্দু দিয়ে শ্রীচরণ দুটি ধুয়ে দিলাম!

জামাইবাবু যদি তাঁর কাছে আমার যাওয়া আসা সীমাবদ্ধ ছিল তবুও সেই প্রথম জ্ঞান হওয়ার পরই প্রথম তাঁর দর্শন পাই। সেই পাঁচ বছর বয়সেই তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য মা মাসীদের পিছনে পিছনে ছুটতাম। তাঁর সেই অপূর্ব্ব ভগবত ভাবে পরিপূর্ণ মুখটি শিশু মনকে খুবই আনন্দ দিত। তাই খেলার সঙ্গীদের ফেলে তাঁর কাছে ছুটে যেতাম। আমার বেশ মনে আছে আমার

একটি প্রিয়বন্ধু তাঁর সম্বন্ধে কিছু অবজ্ঞার ভাব দেখানোর ফলে তার সঙ্গে প্রায় বছর দুই কথা বন্ধ ছিল। তখন আমার বয়স সাত। সুতরাং যদিও বর্তমান পরিস্থিতির ভেতরে পরে তাঁর চরণস্পর্শ করা সময় সম্ভব হোতো না কিন্তু মনের মনিকোঠায় তাঁর ভাবপূর্ণ মূর্ত্তিটি সব সময় বিরাজ করতো। তাই তাই আজ বড্ড বেশী আঘাত পেলাম।

মা, বুকুমাসী ও দিদিভাইয়ের কথা মনে পড়ে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। এই অফুরন্ত সময় এখন তাঁদের কি ভাবে কাটবে তাই ভাবছি।

মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁর অসুস্থ দেহ নিয়েও ব্যাখ্যায় বসতেন! সকলকে সৎ পথে আনবার জন্য সারাজীবন কি আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তা ভাবলে দুচোখ জলে ভরে যায়! জামাইবাবু! তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃতবাণীগুলি আমার আত্মীয়-সজনের কাছ থেকে সঞ্চয় করে এনে নিজের জীবনকে সেই মহান আদর্শে পরিচালিত করবার চেষ্টা করতাম! জানিনা নিজেকে কতখানি পরিবর্ত্তন করতে পেরেছি ?

মনকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারছি না·········এই সময় কবিগুরুর লেখা কয়েকটি লাইন মনে আসছে—

"নিবিড়ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা
মন রে মোর পাথারে
হোসনে দিশেহারা"
বিষাদে হয়ে ম্রিয়মাণ, বন্ধ না করিও গান
সফল করি তোলো প্রাণ টুটিয়া মোহকারা
রাখিও বল জীবনে, রাখিও চির আশা
শোভন এই ভুবনে রাখিও ভালবাসা।
সংসারের সুখে দুখে চলিয়া যেও
হাসিমুখে,
ভরিয়া সদা রেখ বুকে তাঁহারি
সুধাধারা।

এবার থামলাম—আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। দিদিভাই ও অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম জানালাম। পলাশের জন্য রইল আন্তরিক স্নেহাশীষ। আপনার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম—

শ্রীসমর মিত্র,
কলিকাতা

আপনাদের লিতু

তিনি সত্যিই অন্তর্যামী

(বড়মা)

আমার বাড়ীর পাশেই থাকতেন প্রায় ৩২ বছর আগে ডাঃ শচীন সেনগুপ্তের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ছবির পাশে শ্রীশ্রীঠাকুর বাবার একটি ছবি বাঁধানো অবস্থায় দেখে আমার মন প্রথম মন আকৃষ্ট হয়। তিনি যে অন্তর্যামী সিদ্ধযোগী মহাপুরুষ ছিলেন তার বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ গত ৩২ বছর ধ'রে পেয়ে আসছি। তাঁর দেহত্যাগের পর আজও প্রতি পদে পদে তা উপলব্ধি করি। ডাঃ সেনগুপ্তের বাড়িতে তাঁর পদার্পণ হবে শুনে তাঁকে দেখতে যাই। তখন তিনি মৌনী ছিলেন—প্রথম দিনই তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে একটি পান খেতে দেন আবার আসতে বলেন। ৮/১০ দিন পরে আবার হঠাৎ এলেন—সেদিন সে সময়ে ডাঃ সেন গুপ্তের সহধর্মিনী কান্তিদি বাড়িতে ছিলেন না। খুকু, তাঁর মেয়ে, ছুট্টে এসে বল্ল মা বাড়ি নেই—ঠাকুরবাবা এসেছেন—রান্না করে দেবার জন্য এখনই আপনি আসুন। আমার আজও মনে পড়ে ভাত ডাল আলুভাতে প্রভৃতি রেঁধে ছিলাম—আমার তখন কতই বা বয়েস। ভয়ে ভয়ে রেঁধে ছিলাম। সঙ্গ নেবার জন্য হুঁকোর কলকে ধ'রে রাখতে নির্দেশ দিতেন, যতক্ষণ হুকোর আগুন থাকতো—ধ'রে রাখতাম। কয়েকটি, শ্লোক নিয়ে ব্যাখ্যা হোত—বলতেন 'এবার তুই যা' রাত ৯টায় আবার শাস্ত্র আলোচনা সুরু হবে তখন আসিস। সেই মধুর কথা, সেই হরি কথা চিরকাল বিভিন্ন বক্তার মুখে শুনে এসেছি। গণেশদা, মাখনদা, হরিপদদা, ডাঃ ব্রহ্ম সনৎদার কথা মনে পড়ে।

আমার স্বামী দিল্লীতে বদলী হ'য়ে যান। আমি বেশ কয়েকমাস অদর্শনে দুঃখিত হই। দিল্লীতে আমার পাশের বাড়ির লোকেদের লক্ষ্ণৌতে আত্মীয় স্বজন আছে শুনে তাদের সংগে বেশী মেলামেশা সুরু করি। কারণ আমি জেনেছিলাম শ্রীশ্রীঠাকুর লক্ষ্ণৌতে নিউ গণেশগঞ্জের এক বাড়ীতে মাঝে মাঝে এসে উঠেন। সেই ঠিকানা জোগাড় ক'রে গণেশগঞ্জে সেই পাশের ভাড়াটিয়াদের সংগে হঠাৎ সারারাত ট্রেনে এসে লক্ষ্ণৌতে গণেশগঞ্জে কিছুতেই সন্ধান পাই না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওল্ড গণেশগঞ্জের এক বাড়ির বারান্দায় গেরুয়া কাপড় ঝুলছে দেখি—এবং সেই বাড়িতে দর্শন পাবার অনুভূতিটি আজও যেন মনেপ্রাণে পরিস্কার। কোন মানুষ কোন মানুষকে এত স্নেহ করতে পারেন—কল্পনাতীত ছিল। ইঙ্গিতে জিগ্যেস ক'রেছিলেন আমার দীক্ষা হয়েছে কিনা। বটুর মাকে ডেকে বল্লেন কাল ভোরে টবের গাছের ফুলে মায়ের দীক্ষা হবে—মালা

দিলেন। কোন হোম যজ্ঞ কিছু হল না, শুধু নিভৃতি আমার দীক্ষা হল—কি করে মালা যপতে হয় দেখিয়ে দিলেন। সেই থেকে আমি মালা যপ করি। এইভাবে ৩/৪ বার আমি লক্ষ্ণৌ গেছি।

একবার আমার স্বামীর চাকরি নেই। হঠাৎ সে কথা বলবার জন্য হাজির হ'তেই কাগজে লিখে জানালেন "বাবা যে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে—ইহাও মঙ্গল জানিবে" লিখে দিলেন একটি কাগজে "যে পুরুষ ধীরভাবে সুখদুঃখ সহ্য করে সেই অমৃত লাভের অধিকারী"। শ্রীশ্রীঠাকুর যে অন্তর্যামী তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ আবার পেলাম। আমার যে কিছু প্রার্থনা ছিল, তা তিনি কিভাবে অনুধাবন করলেন। বাদাম ও লাড্ডু ভাল বাসেন ব'লে দিল্লী থেকে সেবার এনেছিলাম। সে কি পরিতৃপ্তি ক'রে গ্রহণ করা! নির্দেশে পরের দিন ভোরবেলা খাটিয়ার কাছে যেতেই বিভূতি দিলেন তিন দিন গ্রহণ করতে বল্লেন—কয়েকদিন পরে কর্মস্থল থেকে ডাক পড়ল অষ্ট্রেলিয়া যাবার আগে ক'লকাতার সাহেবকে দিল্লীর সাহেব চিঠি লিখে দিয়ে গেল—যা হবার কথা নয়—যে চাকরী ভাবা যায় না—সেই চাকরী কলকাতায় হল।

প্রায় ২২ বছর আগে আমার বেরি বেরি অসুখ হল। আমরা দিল্লী থেকে ক'লকাতায় এসে শুনি লক্ষ্মীদার বাড়ি চন্দননগরে ঠাকুর আছেন। আমার অসুস্থতার কথা জানাতেই ৭দিন আশ্রমে থাকার নির্দেশ দিলেন। হঠাৎ একদিন প্রবল অসুস্থতা অনুভব করলাম আশ্রমে—তখন ভগবৎ ব্যাখ্যা শেষ হয়েছে। আমি আসর থেকে দরজার বাইরে কোন রকমে বেড়িয়ে শুয়ে পড়লাম—শ্রীশ্রীঠাকুর ভাতের মাড়, মিছরি প্রভৃতি ন'দি, সেজদিকে খেতে দিতে দিলেন। আমার কষ্টের, শেষ নেই—মনে হচ্ছিল মৃত্যু আসন্ন অজ্ঞান মত হয়ে যাচ্ছিলাম—ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ম প'ড়ে পায়চারি করতে লাগলেন—এবং অনেকক্ষণ ধ'রে হিস্‌হাস্‌ শব্দ ক'রে ঘুরতে লাগলেন বেশ কয়েকঘণ্টা এভাবে চল্‌ল—আমার খানিকটা কষ্ট দূর হল—অনেকে অনুভব করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর যেন হিস্‌ হাস্‌ ক'রে যমদূতকে তাড়িয়ে দিলেন। এবং মৌনী 'বাবা' লিখলেন—"মৃত্যুযোগ কেটে গেল—আমার চোখের সামনে তোমাদের কারুর যেন কিছু না হয়। এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলি।" প্রায় একমাস পরে আমার নাম পাল্টে রমা থেকে গায়ত্রী রাখলেন—সেই থেকে আমি ভক্তদের কাছে গায়ত্রী মা।

একটা মজার কথা ব'লে শেষ করি। যে আমাকে রমা ব'লে ডাকবে তাকে Fine বা জরিমানা দিতে হবে সেই হল মৌনীবাবার মধুর নির্দেশ। শ্যামদা ও মোহরদি 'র' শব্দ হঠাৎ ডাকতে গিয়ে ব'লে ফেলেছিলাম ব'লে ওঁদের ২ টাকা ৮ আনা করে জরিমানা দিতে হ'য়েছিল। তা দিয়ে মুক্তিনাথের সেবার জিনিষ কেনা হ'য়েছিল।